মাক্সিম গোর্কি

বুড়ো

মাক্সিম গোর্কি

বুড়ো

নাটক

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো

অনুবাদ: সমর সেন

М. ГОРЬКИЙ

СТАРИК

Пьеса

...যন্ত্রণাবিলাসী যে মানুষ ভাবে তার দুর্গতির জন্য সে সবকিছুকে নষ্ট করার অধিকার পেয়েছে, সেই মানুষ কতটা ঘৃণ্য তা আমি দেখাতে চেয়েছি 'বুড়ো' নাটকে।

নিজের ঠাণ্ডা লাগছে বলে একটা লোক বাড়িঘরদোর ও সহর পুড়িয়ে দিল এ দৃশ্যটা কল্পনা করলে ব্যাপারটা আপনাদের কাছে সম্যক হবে।

মাক্সিম গোর্কি

চরিত্রাবলী

ইভান ভাসিলিয়েভিচ মাস্তাকভ, বয়স ৪০-৪৫, বণিক
পাভেল, বয়স ২০-২২, মাস্তাকভের সৎছেলে
তানিয়া, বয়স ১৮, মাস্তাকভের সৎমেয়ে
জাখারভনা, বুড়ী ঝি, পাভেল ও তানিয়াকে মানুষ করেছে
স্তেপানিচ, বয়স ৬০, চৌকিদার
সফিয়া মারকভনা, বয়স ৩৩, কর্ণেলের বিধবা বউ
খারিতনভ, বয়স ৪৮, বণিক
ইয়াকভ, বয়স ২৫, খারিতনভের ভাইপো
রাজমিস্ত্রী
বুড়ো
একটি মেয়ে

প্রথম অঙ্ক

পটভূমির কাছে একটি তিনতলা বাড়ির ইটের দেয়াল, দেয়ালটা ভারা দিয়ে ঘেরা। সামনে পিপে, কড়িবরগা ও বাড়ি তৈরীর অন্যান্য সরঞ্জাম, ডালপালা-ভাঙা কয়েকটা গাছ। গাছের তলায় খাড়া-পিঠ একটি বেঞ্চি; বাঁ দিকে বেড়া, গেট দিয়ে যাওয়া যায় বাগানে। গেটের পাশে ছোট একটি গুমটি, প্রবেশপথের কাছে আর একটি বেঞ্চি। ডান দিকে গাছপালা, ঝোপঝাড়।

গ্রীষ্ম মধ্যাহ্ন, রবিবার। নতুন বাড়িটির সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন রাজমিস্ত্রী; মাস্তাকভ তাদের সঙ্গে কথা বলছে। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, বাদামী চুল, গোঁফদাড়িতে সাদার ছিট। বাগানের গেটের কাছে খারিতনভ, লালচে চুল ব্যস্তসমস্ত ছোটখাটো মানুষ; ইয়াকভ, খারিতনভের ফুলবাবু ভাইপো; পাভেল, বিরস বেঢপ গোছের ছোকরা; তানিয়া — হালের কায়দার রঙচঙে পোশাক পরনে; জাখারভনা ও স্তেপানিচ।

খারিতনভ (রাজমিস্ত্রীদের হাঁক দিয়ে): আস্তে, জানোয়ারের দল!

মাস্তাকভ (তিরস্কারের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে): এক মিনিট, ইয়াকিম। আমাদের একটি কাজ ভগবানের দয়ায় শেষ হল, কাল অন্য কাজ সুরু হবে। তোমরা মন দিয়ে অনেক খেটেছ, তার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। তোমাদের ধন্যবাদ জানাই, ভাইসব!

খারিতনভ (পাভেলকে): ওর কথায় কোন রস নেই। আমি যদি বলতাম!

মাস্তাকভ: তোমাদের কোন নালিশ আছে?

রাজমিস্ত্রীরা: না, নেই। আমরাও সেলাম জানাই, কর্তা। আমাদের কোন নালিশ নেই।

মাস্তাকভ: বেশ, বেশ। তোমরা শুধু আমার জন্য খাটোনি, নিজেদের

জন্যও খেটেছ। তোমাদের বালবাচ্চারা এই স্কুলে পড়বে। আমাদের খাটুনির ফল নাতিনাতনীরা ভোগ করবে।

খারিতনভ (ইয়াকভকে): কর্ণেলের বিধবা বৌটা ওর মাথায় এসব ঢুকিয়েছে।

ইয়াকভ: বুঝেছি।

তানিয়া: আঃ, বাধা দেবেন না!..

মাস্তাকভ: সত্যি বলতে, টাকার চেয়ে কাজের দাম সবসময়েই বেশী। আমি নিজে সাধারণ ঘরের লোক, তাই সবরকমের কাজকে শ্রদ্ধা করি। (একটু থেমে থেমে কথা বলছে মাস্তাকভ। যেন খেই হারিয়ে যাচ্ছে, কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে দ্বিধার ভাবটা।)

খারিতনভ: বক্তিমেটা এবার শেষ করলে পারে না? বক্তব্যটা ওদের মাথায় ঢুকছে না একদম।

মাস্তাকভ: তাহলে কারিগরি স্কুলটা তৈরী হয়ে গেল। ভগবান করুন যেন আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবন আমাদের তুলনায় ভালো হয়, আরো সুখী হয়। যাই বল না কেন, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

খারিতনভ: কর্ণেলজায়ার বুকনি!

তানিয়া: দয়া করে থামুন তো।

জাখারভনা: হায় ভগবান!

মাস্তাকভ: এখন গিয়ে খাওয়াদাওয়া করো। আমাদের কাজ যাতে ভালোয় ভালোয় শেষ হয় তা কামনা করে মদ্যপান করো — আর কী বলি — কাজ শেষ করার জন্য তোমাদের অভিনন্দন জানাই।

রাজমিস্ত্রীরা (সোৎসাহে, একসঙ্গে): বহুৎ সেলাম, ইভান ভাসিলিয়েভিচ! বহুৎ বহুৎ সেলাম! চল যাই! দাঁড়া!.. কর্তাকে ধন্যবাদ!

মাস্তাকভ: তাছাড়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে তোমাদের প্রত্যেকের আরো তিন রুবল পাবার কথা।

রাজমিস্ত্রীরা (দ্বিগুণ উৎসাহে): শুনলি? ... বহুৎ, বহুৎ সেলাম ... চল যাই! ... একটু দাঁড়া ... সেলাম!

বুড়ো রাজমিস্ত্রী: দাঁড়াও! চুপ করো তো বাপুরা! ইভান ভাসিলিয়েভিচ, আমারো একটা বাত আছে। আমাদের খাওয়াচ্ছেন, আপনার অনেক দয়া —

অন্য লোক হলে সরাবের জন্য এক রুবল বকশিস দিয়ে বলত: চল বে চল জানোয়ারের দল! কিন্তু তেমনটি আপনি করেন না, কর্তা, আপনার কাজের রকমই হল আলাদা, অন্যদের চেয়ে খাসা। বেশীর ভাগ আদমী আলাদা হবার কোরশিস্ করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে, আপনি কিন্তু পড়েন না। সবায়ের ব্যাভার আপনার মত হলে এত মন কষাকষি আর থাকত না। কখনো-সখনো আনন্দ পেতে লোকে তো চায়। আমরা খুব খুসি হয়েছি, ইভান ভার্সিলিয়েভিচ, কুর্ণিশ করি আপনাকে। ওহে দোস্তরা, কর্তাকে কুর্ণিশ করো। (খুব নিচু হয়ে অভিবাদন জানাল, রাজমিস্ত্রীরা অস্ফুটকণ্ঠে বলল: "সেলাম কর্তা।" "আপনার সব কাজে ভগবান দোয়া করুন"। "বহুৎ, বহুৎ সেলাম!" ক্ষয়কাশগ্রস্থ একটি ছোকরা হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা নোয়াল, ভঙ্গীটা স্পষ্টত ব্যঙ্গের।)

তানিয়া (হেসে): কী বোকার মত!

খারিতনভ: বেটা বদমায়েস!

মাস্তাকভ: ভালো করলে না, ছোকরা। যাক্‌গে, তোমরা এবার যেতে পারো। কিছুর দরকার হলে জাখারভনাকে বোলো, নিকিতা সেমিওনভ।

রাজমিস্ত্রী: আচ্ছা, কর্তা। আমাদের নিয়ে নিজেকে আর তকলিফ্ দেবেন না।

মজুরদের প্রস্থান, তাদের পিছু পিছু খারিতনভ, পাভেল, ইয়াকভ ও জাখারভনা। জুতোর ফিতে বাঁধার জন্য বেঞ্চিতে পা রাখল তানিয়া।

খারিতনভ (কমবয়সীদের): চলো, বেটারা কেমন করে গেলে দেখি!

মাস্তাকভ (বুড়ো রাজমিস্ত্রীকে): তোমার কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

রাজমিস্ত্রী: বলবেন না, কর্তা।

মাস্তাকভ: হাসছ কেন?

রাজমিস্ত্রী: আপনাকে দেখলেই ভালো লাগে, কর্তা। বয়সকালে অনেক আদমী দেখেছি, কিন্তু আপনাকে দেখলেই ভালো লাগে।

মাস্তাকভ: তোমার মঙ্গল হোক।

রাজমিস্ত্রী: আপনি হামেশাই কিছু না কিছু বানাচ্ছেন, কিছু না কিছু

করছেন... আপনার তাগদ আছে বটে, কিন্তু বড্ডো বেশী তাড়াহুড়ো করেন। তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়বেন।

মাস্তাকভ: গুণ ছাই চাপা দিয়ে রাখা উচিত নয়, আমাদের বলা হয়েছে।

রাজমিস্ত্রী: কে বলেছেন?

মাস্তাকভ: যীশু বলেছেন। বাইবেলে আছে।

রাজমিস্ত্রী: তাহলে তো কথাটা ঠিক না হয়ে যায় না। কিন্তু লোকে বলে, যত নাচন, তত পতন। আচ্ছা, আসি এখন। নতুন কাজটা তাহলে সোমবার সুরু হবে?

মাস্তাকভ: হ্যাঁ। সোমবারে।

রাজমিস্ত্রী: আসি, কর্তা।

প্রস্থান। শ্রান্তচোখে চারিদিকে তাকাল মাস্তাকভ।

তানিয়া (কাছে এসে): চলো খেতে যাই।

মাস্তাকভ: তুমি এখানে একলা?

তানিয়া: ওদের খাওয়া দেখতে আর সবাই গেল। দেখায় কী মজা?

মাস্তাকভ (মৃদুকণ্ঠে): তুমি সর্বক্ষণ একলা থাকো। সেটা ভালো নয়।

তানিয়া: তুমি ওদের যা বললে, বেশ বলেছ। আর বুড়োটাও বেশ ভালো।

মাস্তাকভ: বড্ডো বেশী বকে লোকটা, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। আর নিজের কাজ বোঝে।

তানিয়া: বেশীর ভাগ চাষীকে আমার ভালো লাগে না, কিন্তু ওদের কয়েকজন ভালো...

মাস্তাকভ: ভালো লাগে না কেন? আমি নিজেও তো চাষা।

গাছের মধ্যে দেখা গেল পাভেলকে।

তানিয়া: তুমি আবার চাষা হল কী করে? তুমি তো বণিক।

মাস্তাকভ: আমরা সবাই সমান, সবাই চাষী, শুধু জামাকাপড় আলাদা, কথা বলার ধরন আলাদা। কিন্তু জামাকাপড় আর কথা দিয়ে লোকের বিচার করা উচিত নয় — আসল জিনিস হল ওদের কাজ। কাজ যে করতে জানে সে শ্রদ্ধার পাত্র। এই ধরো না কেন, তুমি নিষ্কর্মার ধাড়ী। কেন বলো তো?

তানিয়া: জানি না। সত্যি আমি নিষ্কর্মা?

মাস্তাকভ (ভাবতে ভাবতে): আমি হলাম চাষী, যাকে বলে খাঁটি চাষী।

তানিয়া: আমাকে অলস বললে কেন?

মাস্তাকভ: নিজেকে শুধাও। ইয়াকভকে তোমার ভালো লাগে?

তানিয়া: মাঝে মাঝে লাগে, মাঝে মাঝে লাগে না।

মাস্তাকভ: হুঁ। সবসময়ে ভালো লাগলে আরো ভালো হত। তোমাকে বিয়ে করতে চাইলে কী বলবে?

তানিয়া: জবাব তো দিয়েছি। ওকে বলেছি সবুর করতে।

মাস্তাকভ: কেন সবুর করবে?

তানিয়া: জানি না। হয়ত... সে দেখা যাবে এখন। সফিয়া মারকভনা আসেননি কেন?

মাস্তাকভ: উনি বলেছিলেন প্রার্থনার জন্য দেরী হবে। কেন বলো তো? ওঁকে কী দরকার তোমার?

তানিয়া: ভারি মিষ্টি লোক।

পাভেল অদৃশ্য হয়ে গেল। জাখারভনার প্রবেশ।

মাস্তাকভ: তোমার বন্ধুবান্ধবী অত্যন্ত কম, তানিয়া।

তানিয়া: আজ তুমি এত মনমরা কেন বলো তো?

মাস্তাকভ: তাই না কি? কেন জানি না।

জাখারভনা: খানা তৈয়ার।

মাস্তাকভ: আচ্ছা। জাখারভনা, এই নাও টাকাটা, মজুরদের জন্য। নিকিতাকে দিও। চলো, তানিয়া।

স্তেপানিচ (গুমটির কাছে বন্দুক হাতে আপন মনে গাইছে):

গরাদখানার শিক ধরে
গাইছে গান গলা ছেড়ে।

জাখারভনা: ভরদুপুরে বন্দুক নিয়ে কী করা হচ্ছে।

স্তেপানিচ: চোর তাড়াচ্ছি। একটা কেমন-যেন লোক ঘাপটি মেরে

ঘুরছে। খালি জিজ্ঞেস করছে কর্তা কোথায় — কর্তা লোকটা কে, কোত্থেকে এসেছেন ...

জাখারভনা: কী চায় লোকটা?

স্তেপানিচ: বলছে না সেটা। মনে হয় চোরের দল আঁটঘাট জানবার জন্য পাঠিয়েছে।

জাখারভনা: ওকে আবার কিছু বলে দিও না যেন।

স্তেপানিচ: ডরো মাৎ। কর্তাকে ওরা কথা বলছি।

জাখারভনা: খারিতনভদের খেতে ডাকো।

স্তেপানিচ: তার দরকার নেই, ওই তো ওরা আসছেন।

খারিতনভ (পাভেল ও ইয়াকভকে): কাজ কী করে চালাতে হয় শেখো ওর কাছে।

জাখারভনা: খানা তৈয়ার, ইয়াকিম লুকিচ।

খারিতনভ: আসছি। ও ব্যবসা চালায় কেমন নির্ঝঞ্ঝাটে, আর আমি — ধর্মঘট আর পাওনাদারদের ঠেলায় ডুবে আছি।

ইয়াকভ: কর্ণেলের স্ত্রী ওঁকে সাহায্য করেন।

খারিতনভ: ছাই আর ভস্ম! ব্যবসার ব্যাপারে মেয়েছেলেরা কী সাহায্য করবে?

পাভেল: কর্ণেলের স্ত্রী ওঁকে পথে বসাবে। ইস্টারে ওঁকে সাতশ রুবলের রুপোর জিনিস উপহার দেওয়া হয়েছে, আর জন্মদিনে চুণির ব্রেসলেট্।

খারিতনভ: হিসেবটা তোমার নখদর্পণে দেখছি। একেই বলে তুখোড় ছেলে!

স্তেপানিচ (ওরা যাচ্ছে, চোখ ঠেরে): কী একটা লক্কর মার্কা ছোঁড়া মানুষ করেছ; জাখারভনা।

জাখারভনা: সব বেটাই তো আর সাধুপুরুষ হয় না!

স্তেপানিচ: দমে যাবার পাত্রী তুমি নও দেখছি। বুড়ো হাড়, তবু বেশ হাসিখুসি আর চটপটে।

জাখারভনা: চোখের জলকে অনেক দিন আগে বিদায় দিয়েছি। যাই হোক না কেন, আমার ফূর্তি কমবে না কখনো।

পাভেল (স্তেপানিচ্‌কে): এই শ্বনছ? বাবা বিলগ্বলো কোথায় যেন ফেলে গিয়েছেন! সেগ্বলো বার করো তো।

জাখারভনা: ছি। ব্বড়োদের সঙ্গে এরকমভাবে কথা বলে না!

পাভেল: তুমি এখান থেকে কেটে পড়ো তো, ব্বড়ী!

জাখারভনা: বেকুব আর কাকে বলে!

জাখারভনা বাগানে গেল। বেঞ্চিতে বসে সিগারেট ধরাল পাভেল। ঝোপঝাড়ে সফিয়া মারকভনার গলা শ্বনতে পেয়ে কী বলছে শোনার চেষ্টা করল কান পেতে।

সফিয়া মারকভনা (স্টেজের বাইরে থেকে): ঘোড়াগ্বলো খ্বলো না। আমি এখখ্বনি ফিরে আসব। (ছাতা দিয়ে ঝোপঝাড় ঠেলে বেরিয়ে এল। বয়স তিরিশের একটু উপরে, সহজ সাজপোশাক, কিন্তু চোখ ধাঁধানো।) আমাকে ঘ্বষি দেখাচ্ছিলে নাকি? না ভেঙাচ্ছিলে?

পাভেল (লজ্জিত হয়ে): না তো।

সফিয়া মারকভনা: ঠিক বলছ?

পাভেল: কে আসছে দেখছিলাম শ্বধ্ব।

সফিয়া মারকভনা: গা ছ্বঁয়ে বলছ?

পাভেল: সত্যি তো বলছি!

সফিয়া মারকভনা: বাবা রে বাবা! ঠাট্টা বোঝো না কেন?

চুপ করে গেল পাভেল।

সফিয়া মারকভনা: অতিথি অনেকে এসেছেন?

পাভেল: শ্বধ্ব খারিতনভরা এসেছেন।

সফিয়া মারকভনা: তুমি এখানে কী করছো?

পাভেল: কিছ্ব না।

সফিয়া মারকভনা (ওর হাত ধরে): সত্যি কিছ্ব নয় বটে।

পাভেল: আপনি আমার পেছনে এমনভাবে লাগেন যেন আমি শিশ্ব।

সফিয়া মারকভনা: তাই ব্বঝি! আহা বেচারা! চলো, যাওয়া যাক।

স্তেপানিচ (বিল হাতে): বিলগুলো পেয়েছি। নমস্কার, সফিয়া মারকভনা।

সফিয়া মারকভনা: কী খবর, সাহেব? (পাভেলকে সঙ্গে নিয়ে সফিয়া মারকভনা চলে গেল। বেঞ্চিতে বসে স্তেপানিচ ওদের দিকে তাকিয়ে রইল, মুখে মৃদু হাসি। গুমটির পিছন থেকে এল বুড়ো রাজমিস্ত্রী।)

স্তেপানিচ: কোথায় যাওয়া হচ্ছে।

রাজমিস্ত্রী: লোকগুলো বড়ো চেঁচায়, সইতে পারি না।

স্তেপানিচ: খুব জমিয়েছে বুঝি?

রাজমিস্ত্রী: আমার শরীর খারাপ... বুড়ো হয়ে গিয়েছি বলে বোধ হয়।

স্তেপানিচ: হুঁ।

রাজমিস্ত্রী: ইভান ভাসিলিয়েভিচ আদমী ভালো। কারবারী হিসেবেও খাসা। ওঁর জন্ম কোথায়?

স্তেপানিচ (অল্প হেসে): মজার কথা বটে। তুমি বুঝি ভাব একটা বিশেষ জায়গা থেকে সব ভালোমানুষেরা আসে? যেন আমাদের মধ্যে কখনো ভালোমানুষ জন্মায়নি।

রাজমিস্ত্রী: না, সেরকম কোন দেশ নেই।

স্তেপানিচ: সত্যি নেই। আর একটা লোক খালি জিজ্ঞেস করছে, কর্তা কোত্থেকে এসেছেন, কী করে এত টাকা তিনি করলেন।

রাজমিস্ত্রী: মগজ খাটিয়ে টাকা করেছেন। বেকুবরা কখনো টাকা কামাতে পারে না। কেন জিজ্ঞেস করছে লোকটা?

স্তেপানিচ: তুমিই বা জিজ্ঞেস করছ কেন?

রাজমিস্ত্রী: আমি? এমনি, কুতূহল হয়েছে বলে।

স্তেপানিচ: ওর-ও কুতূহল হয়েছে।

রাজমিস্ত্রী: কুতূহল আমাদের বেয়াকুফির লক্ষণ।

স্তেপানিচ: সেটা তুমি ভালো করে জানো।

রাজমিস্ত্রী: হ্যাঁ, বেয়াকুফির লক্ষণ... ওটা কে আসছে?

স্তেপানিচ: কর্তা আর কর্ণেলের বেধবা বউ।

রাজমিস্ত্রী: বাসায় ঢুকে পড়ি। একটা কথা আছে না — অতিথি বিদেয় হলে ভালো, মনিব ভালো দূর থেকে।

চলে গেল, সঙ্গে গেল স্তেপানিচ। গেট হয়ে সফিয়া মারকভনা ও মাস্তাকভের প্রবেশ। মাস্তাকভকে চিন্তিত দেখাচ্ছে।

সফিয়া মারকভনা: খাবার টেবিল থেকে চলে এসে ভালো করলেন কি?

মাস্তাকভ: ও, ইয়াকিম আমার পুরনো বন্ধু। আপনি বলছেন আপনার তাড়া আছে; কিছুক্ষণ বসে গেলে পারেন না?

সফিয়া মারকভনা (হেসে): আপনার কাজ ঢিমে তালে চলেছে।

মাস্তাকভ: সুরু করতে পারছি না ইয়াকিমের ইঁটের জন্য। পাওনাদাররা ইঁটগুলো নিয়ে নিয়েছে। সফিয়া মারকভনা...

সফিয়া মারকভনা: কী হল? আপনার মাথায় কিছু একটা ঢুকেছে মনে হচ্ছে। এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন আর...

মাস্তাকভ: কারণ আছে বইকি। কী করে আপনাকে বলি ভেবে পাচ্ছি না একেবারে...

সফিয়া মারকভনা: বলে ফেলুন। কী? (সফিয়া মারকভনা বেঞ্চিতে বসল। সামনে দাঁড়িয়ে রইল মাস্তাকভ, হাবভাবে উত্তেজনার স্পষ্ট ছাপ।)

মাস্তাকভ: আপনার উপদেশমত দশ বছরের ওপর চলেছি। আপনি টাকা দিয়েছেন তাছাড়া, আর দিয়েছেন নৈতিক সমর্থন।

সফিয়া মারকভনা: বসুন। (হেসে ঘড়ির দিকে তাকাল, তারপর মাস্তাকভের দিকে।) আসল কথাটা কী বলতে পারছেন না?

মাস্তাকভ: কথাটা হল... না, বলতে পারছি না, বলার ক্ষমতা নেই।

সফিয়া মারকভনা (গম্ভীরভাবে মাস্তাকভকে নিরীক্ষণ করতে করতে): অবাক করলেন আমাকে! বরাবর আপনি এত ধীরস্থির, নিজের উপর এত বিশ্বাস আপনার...

মাস্তাকভ: সেটা ওপর-ওপর। আমার কপাল বড়ো খারাপ, সফিয়া মারকভনা। (সক্রোধে) ব্যাপারটা, ব্যাপারটা বিদঘুটে একেবারে! আমার এরকম দশা কেন হল? আমি সৎ লোক, কম খাটি না, লোভিষ্ঠি আমি নই...

সফিয়া মারকভনা: কী হয়েছে? বলুন তো!

মাস্তাকভ: আপনি আমার কত আপন জন বলতে পারি না! আমার জীবনে আপনি এত বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছেন যে যদি... অনেক বছর একলা কাটিয়েছিলাম, লোকজনকে ভয় করত, এড়িয়ে চলতাম তাদের। তারপর দেখা হল আপনার সঙ্গে। আমার পুরনো মনোভাব ঘোচালেন আপনি, আমাকে মানুষে পরিণত করলেন।

সফিয়া মারকভনা: ও সব এখন বলার তো কোন কারণ দেখছি না।

মাস্তাকভ: আপনাকে এত শ্রদ্ধা করি...

সফিয়া মারকভনা: ধন্যবাদ। শুনে অত্যন্ত খুসি হলাম, কিন্তু আমার কাছে কী চান বলুন।

মাস্তাকভ (নতজানু হয়ে): আপনার দয়া ভিক্ষা করি! আমাকে বাঁচান!

সফিয়া মারকভনা (এক লাফে দাঁড়িয়ে ওঠে চারিদিকে তাকিয়ে): আপনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নাকি? উঠুন, উঠুন বলছি! এর চেয়ে খোলা হাটে আমাকে প্রেম নিবেদন করলে পারেন! একেবারে স্কুলের ছেলের মতো, কাণ্ডজ্ঞান নেই!

মাস্তাকভ (উঠে পড়ে): খুব কড়া বিচার আপনি করবেন না জানি। আপনার দয়ামায়া আছে...

সফিয়া মারকভনা: যথেষ্ট হয়েছে। খুকী নই আমি, জানি আপনি আমাকে পছন্দ করেন। আমি স্পষ্টবক্তা লোক, মাঝে মাঝে হয়ত এমন কি ঠোঁটকাটা। আপনাকেও আমার ভালো লাগে। সেটাই যথেষ্ট নয় কি?.. আর বেশী কিছু বলার নেই এখন। মনের কথা বলার সময় এটা নয়, আপনি বোঝেন না?

মাস্তাকভ (বিরস, লজ্জিতভাবে): ভেবেছিলাম যে...

সফিয়া মারকভনা: সাতটার সময় গ্রামে রওনা হচ্ছি। ফিরে এসে কথা হবে। তার মানে তিনদিন পরে...

মাস্তাকভ: যাবেন না, দোহাই আপনার। আপনার পায়ে পড়ি, যাবেন না। আমার জীবন... সমস্ত কিছু ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে...

সফিয়া মারকভনা: ছাইভস্ম কী যে বকছেন!

মাস্তাকভ (প্রায় হতাশায়): বলবই বলব আপনাকে!..

সফিয়া মারকভনা: আস্তে! কে যেন আসছে! দেখুন, আপনার হাঁটুতে ধুলো লেগে আছে।

মাস্তাকভ (চাপা গলায়): হে ভগবান!

খারিতনভ (নেশা হয়েছে): হাতে হাত দিন, সফিয়া মারকভনা!

সফিয়া মারকভনা: নমস্কারাদি তো এইমাত্র হল আপনার সঙ্গে।

খারিতনভ: কী এসে যায় তাতে? আপনি হলেন টাকার মত, যখনি দেখি তখনি আনন্দ। (মাস্তাকভকে) মুখখানা বেজার কেন ইয়ার?

মাস্তাকভ (অসমাপ্ত বাড়িটার দিকে মাথা হেলিয়ে দেখিয়ে): বাড়ি তৈরীটা পিছিয়ে আছে।

খারিতনভ: ওহো। তোমার সবকিছুই ভালোয় ভালোয় শেষ হয়। কপালটা তোমার ভালো। সফিয়া মারকভনা, আমার ইয়াকভের সঙ্গে ওর সৎমেয়ের বিয়ের বন্দোবস্তটা করে দিতে পারেন না? বিয়েটা দেবে না কেন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ? তাহলে তোমারো ভালো হবে, আমারো উপকার করা হবে।

মাস্তাকভ: ও বিষয়ে আলোচনা করার এটা সময় নয়।

খারিতনভ: মেয়েদের পাত্রস্থ করা চলে সবসময়ে। লেন্টের সময়টা বাদ দিয়ে। মাত্র বিশ হাজার রুবল নিয়ে আমাদের ঝগড়া চলেছে, সফিয়া মারকভনা। ঘেন্নার কথা!

সফিয়া মারকভনা: ওঁর সঙ্গে দরদস্তুর করুন।

খারিতনভ: আমি তো রাজী, কিন্তু ও ধরাছোঁওয়ার বাইরে, হ্যাঁ-না কিছু বলে না। আমাদের এই হতচ্ছাড়া সময়ে বিশ হাজার রুবল এমন কী একটা জিনিস! একভাঁড় দই, ব্যস, আর কিছু না! অপর দিকে ভেবে দেখুন, আমার ইয়াকভ জাঁক করার মতো পাত্র বটে। ধর্মের ষাঁড়ের মতো একেবারে। পাত্র তো নয়, শার্দুল!

মাস্তাকভ (বিরসভাবে) টাকাটা তুমি ওর কাছে থেকে হাতিয়ে নেবে।

খারিতনভ: সবুরে মেওয়া ফলবে। টাকার মা-বাপ নেই।

মাস্তাকভ (চটিয়ে দেবার জন্য): তুমি বড়ো লোভিষ্ঠি পাপিষ্ঠি লোক।

খারিতনভ: লোভিষ্ঠি আমি? আমাকে জেনে তো তুমি উল্টে গিয়েছ!

সফিয়া মারকভনা: নিজের বিষয়ে আপনি অনেক জানেন বুঝি?

খারিতনভ: হাড়ে হাড়ে চিনি নিজেকে। লোভিষ্ঠি? আমি? ছো, ছো!

সফিয়া মারকভনা: বাড়িটা গিয়ে একবার দেখলে হয় না?

মাস্তাকভ: হ্যাঁ।

খারিতনভ: চলুন, আমিও যাই। আমি লোভিষ্ঠি! বটে! ইস্টারের সময় ন-হাজার রুবল তাস খেলে ফুঁকে দিলাম, ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করিনি...

মাস্তাকভ: তুমি নেশা করেছ, ইয়াকিম।

খারিতনভ: করেছি বইকি। আমার জীবনযাত্রাটা বড়ো বিচ্ছিরি, তাই করেছি। চেহারাটা দেখবার মত নয়, টাকা ছাড়া মেয়েরা আমাকে পাত্তা দেয় না। জীবনটা বড়ো একঘেয়ে, তাই নেশা করে জুয়ো খেলে উত্তেজনা জোটাবার চেষ্টা করি।

মাস্তাকভ: শেষ পর্যন্ত খানায় পড়বে।

খারিতনভ: বাঁধা সড়ক ধরে সব বেটা যেতে পারে, কিন্তু আমি চাই মাঝদরিয়ায় নড়বড়ে সাঁকো ধরে যেতে, খালি ভাবি — পগার পার না জান কাবার? জীবনে ফূর্তি পাবার একমাত্র উপায় হল এটা!

সফিয়া মারকভনা: আজ আপনি দিব্যি কথা বলছেন।

খারিতনভ: সুন্দরী কেউ প্রেমে পড়লে কথা আরো ফুটত। সত্যি সফিয়া মারকভনা, আপনার শরীরে এত রূপ, দেখামাত্র মানুষ লবেজান! আমাকে যদি ভালোবাসেন তাহলে...

মাস্তাকভ (রূঢ়ভাবে): ভাঁড়ামি থামাও বলছি!

সফিয়া মারকভনা (বিচলিত হয়ে): কী বলছেন আপনি!

খারিতনভ (সন্ত্রস্ত হয়ে): কী হল?..

মাস্তাকভ: মুখ সামলে কথা কইতে বলছি।

মাস্তাকভের হাত ধরল সফিয়া মারকভনা।

মাস্তাকভ: মাপ করো, ইয়াকিম। আমার মনে অন্য একটা কথা ঘুরছিল আর তুমি ...

খারিতনভ: তা ঘুরছিল বটে! খাসা ব্যাপার! কেমন ফট করে কথাটা বলে বসলে! সফিয়া মারকভনা, ওকে ভয় করে না আপনার? মাঝে মাঝে আমার করে, স্বীকার করছি।

বাড়ির দিকে গেল তিনজনে। গেটে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে পাভেল। বাগানে জাখারভনার গলা। তানিয়ার আগমন।

তানিয়া (পাভেলকে): পথ ছাড়ো।

পাভেল: ঠেলছ কেন, অভব্য কোথাকার!

তানিয়া: কীসে আড়ি পাতা হচ্ছে?

পাভেল: তাতে তোমার কী?

তানিয়া: কী জংলী রে বাবা! সবসময় দাঁত খেঁচাও কেন?

পাভেল: এমনি।

তানিয়া: কেন সেটা নিজেই জানো না।

জাখারভনা (গজগজ করে): মাথা ধরেছে বলছ, রোদে বেরোবার কী দরকার?

তানিয়া: সে নিয়ে মাথা ঘামিও না। পাভেল, সফিয়া মারকভনা চলে গেছেন?

পাভেল: জানি না।

তানিয়া: ওঁকে বলতে ভুলে গেলাম যে ...

জাখারভনা: ভুলো মন বটে! কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি? জঞ্জালের স্তূপের ওপর ওঠানামা করতে গিয়ে পাটা যে মচকাবে, গেছো মেয়ে। বঁধুয়াকে ফেলে এরকমভাবে পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথায়!

তানিয়া: তোমাকে তো বলেছি বঁধুয়া আমার নেই।

জাখারভনা: আছে, আছে।

তানিয়া: বলছি নেই!

জাখারভনা: চোটো না বাবু! বঁধুয়া জিনিসটা তো আর আব নয়, নেই বলে জাঁক করার কী আছে।

তানিয়া: সবসময়ে আমাকে জ্বালাও কেন বলো তো?

জাখারভনা: আমাকে খালি জ্বালাও কেন?

পাভেল: কী বোকা!

তানিয়া: অতই যদি বিজ্ঞ লোক, নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও। জাখারভনা, গিয়ে দেখো তো সফিয়া মারকভনা চলে গিয়েছেন কিনা...

জাখারভনা: সেটা আগে বললে ভালো হত না? নিজে যেতে পারো না? কুঁড়ের বেহদ্দ!

তানিয়া: তুমি তো মানা করলে।

জাখারভনা: আমার কথায় কান দিও না — বুড়োসুড়ো লোক আমি।

তানিয়া: না, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

পথ হয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে স্তেপানিচের প্রবেশ।

স্তেপানিচ: জাখারভনা, মজুরদের বকশিস কোথায়?

জাখারভনা: এই যে। চেঁচানি থামাও তো বাপু। তানিয়া, টাকাটা তুমি নিজেই দাও না ওদের। তোমার কাছ থেকে পেলে ওরা খুসি হবে।

তানিয়া (চলে যেতে যেতে): কেমন করে জানলে সেটা?

জাখারভনা (পিছু পিছু যেতে যেতে): কী বিচ্ছু মেয়ে রে বাবা!

ইয়াকভ (বাগান থেকে): কোথায় যাচ্ছে ওরা?

পাভেল: মজুরদের বকশিস্ দিতে।

ইয়াকভ: কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা।

পাভেল: জানি না। মোটমাট শখানেক রুবল।

ইয়াকভ: কেউ যদি একশ রুবল দিত আমাকে!

পাভেল: খানসামা বনে যাও।

ইয়াকভ (সিগারেট ধরিয়ে): ধন্যবাদ। আমার চেনা একটি ছাত্র ব্যঙ্গ পত্রিকায় চুটকি কবিতা লেখে, তার একটা হল:

কাজ নেই বাবুপনায়
লেগে যাও লোকসেবায়:
পকেটে কিছু এলে
লোকের মুখে হাসি খেলে।

এটা হল হেসে উপদেশ দেওয়া, তোমার মত জুতো মেরে বলা নয়।

পাভেল: ছড়াটার লক্ষ্য কে?

ইয়াকভ: যে কেউ। সিগারেট খাবে না কি?

পাভেল: না, ধন্যবাদ। ঠাট্টাইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না।

ইয়াকভ: তাহলে গম্ভীর হওয়া যাক। আজ রাতে মেয়েদের কাছে যাব নাকি?

পাভেল: যাবার মত মেজাজ নেই। (ভ্রূকুটি করে)। ব্যাপারটা কী? আমার বোনকে বিয়ে করার মতলব তোমার, অথচ মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে বলছ?

ইয়াকভ (বিস্মিত হয়ে): বটে, বটে! এই কি প্রথম তোমাকে নিয়ে যেতে চাইছি? গেল রবিবার কোথায় ছিলে বাপু?..

পাভেল (বিরসভাবে): বাবা আমাকে কমার্শ্যাল স্কুলে ভর্তি করে দিতে চান।

ইয়াকভ: তাতে আপত্তি করার কী আছে? একলা একলা থাকবে — যা খুসি করবে।

পাভেল: আমি চলে গেলে উনি ওই মেয়েটাকে বিয়ে করে বসবেন।

ইয়াকভ: ওকে বিয়ে করবেনই, যাই হোক না কেন। কী করে আটকাবে? ও কথা ছেড়ে দাও। যাকে খুসি বিয়ে করতে দাও ওঁকে। সম্পত্তির ভাগ পাওয়া নিয়ে তোমার কথা শুধু।

পাভেল: সেটাই হল কথা। ভাগ দেবেন, তা বটে!

ইয়াকভ: চলো বেড়িয়ে আসি। তানিয়াকে সঙ্গে নেওয়া যাক...

পাভেল: আপত্তি নেই। (বাড়িটার দিকে দুজনে গেল।) তানিয়ার কাছে বিধবাটির বিষয়ে আরো বললে পারো তুমি।

ইয়াকভ: সে আর বলতে, যথেষ্ট বলি।

পাভেল: দুজনের ঘনিষ্ঠতা যদি ভেঙে দেওয়া যেত!

ইয়াকভ: ওকে নিয়ে তানিয়া পাগল...

পাভেল: তানিয়া বড়ো কাঁচা, বড়ো বোকা — নিজের বুদ্ধি বলে কিছু নেই।

জাখারভনা (ওদের কাছে আসতে আসতে): এই যে মাণিকজোড় দেখছি! ইয়াকভ সাভেলিচ, গরমে তোমার কাকাবাবুটির মাথা বিগড়ে গেছে! মাথামুণ্ডু বকছেন, ওঁর বচনে ইঁটগুলো পর্যন্ত লজ্জায় লাল হবার জোগাড়। তানিয়াকে ওঁর কাছ থেকে নিয়ে এসো তো, বাছারা!

জাখারভনা বাগানে চলে গেল। গাছগুলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল পাভেল ও ইয়াকভ। অল্পক্ষণ পরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দেখা গেল মাস্তাকভকে, বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে। হতবুদ্ধি দেখাচ্ছে তাকে।

মাস্তাকভ (চাপা গলায়): বুঝতে পারল না ও... আঁচ করেনি কথাটা... (মুহূর্তকাল ভেবে দৃঢ়পায়ে গেল বেঞ্চির কাছে পকেট থেকে নোটকেস বের করে হাঁটুতে ভর দিয়ে একটা চিঠি লিখল।)

মাস্তাকভ (হাঁক দিয়ে): স্তেপানিচ! স্তেপানিচ!

স্তেপানিচ (গুমটির পিছন থেকে বেরিয়ে এসে): এই যে, কর্তা!

মাস্তাকভ: ঘোড়াটাকে জুতে সহরে সফিয়া মারকভনার ওখানে যাও। রাস্তায় যদি দেখা হয়ে যায়...

স্তেপানিচ: তা হবার জো নেই...

মাস্তাকভ: তাহলে সোজা ওঁর বাড়ি চলে যাও, বাড়িতে না পেলে স্টেশনে। উনি সাতটার ট্রেনে গ্রামে যাচ্ছেন। ওঁকে ধরা চাই। জলদি যাও।

স্তেপানিচ: আমার কাজ কে করবে?

মাস্তাকভ: কথা বলে আর সময় নষ্ট কোরো না। নিকিতা মজুরদের দেখাশোনা করবে। আমি বলব ওকে।

স্তেপানিচ: ওদের যা অবস্থা এখন, ঘরদোর জ্বালিয়ে দিতে পারে।
মাস্তাকভ: জলদি করো, জলদি!

স্তেপানিচ তাড়াতাড়ি চলে গেল।

মাস্তাকভ (চাপা গলায়): কী হবে কে জানে? আমি নির্দোষ, ভগবান জানেন আমি নির্দোষ। (বেঞ্চিতে গা এলিয়ে দিয়ে দুহাতে মাথা চেপে দুলতে লাগল।)

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

একই দিন, একই দৃশ্য। বিকেল পাঁচটা। যে বাড়িটি তৈরী হচ্ছে তার পিছনের মাঠে কে যেন এ্যাকর্ডিয়ন বাজাচ্ছে। বাসার সামনে বেঞ্চিতে বসে বুড়ো রাজমিস্ত্রী নিকিতা ঢুলছে। ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এল পাভেল, ইয়াকভ ও তানিয়া। তানিয়ার হাতে বুনো ফুলের তোড়া।

ইয়াকভ (নিকিতার দিকে চোখ ঠেরে): ওকে ভয় পাইয়ে দেব দেখবে?

পাভেল: ও ঘুমোচ্ছে না।

তানিয়া: দরকার নেই থাক।

ইয়াকভ: মজা দেখো না। (নিকিতার কাছে গিয়ে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।)

রাজমিস্ত্রী (উঠে পড়ে): কী চান?

ইয়াকভ: তোমাকে চিনি বলে মনে হচ্ছে।

রাজমিস্ত্রী: এখানকার সব্বাই আমাকে চেনে।

ইয়াকভ: কিন্তু তোমাকে অনেক, অনেক দিন চিনি বলে মনে হচ্ছে!..

রাজমিস্ত্রী: আমার তাই মনে হচ্ছে।

ইয়াকভ: কে তুমি?

রাজমিস্ত্রী (তখনো হাসছে): চেনেন যদি তাহলে শুধাচ্ছেন কেন?

ইয়াকভ (তীক্ষ্নভাবে): ঠাট্টা করছি না। তোমার সম্বন্ধে এমন কিছু একটা জানি যেটা...

রাজমিস্ত্রী (গম্ভীরভাবে): কী জানেন? আমার বিষয়ে জানার কী বা আছে?

ইয়াকভ (গলা নামিয়ে): ১৯০৩-এর মার্চ মাসে কী করছিলে? মনে আছে?

রাজমিস্ত্রী (মনে করার চেষ্টা করে): মার্চ মাসে? ১৯০৩ সালে?

ইয়াকভ: হ্যাঁ। মনে পড়ছে?

রাজমিস্ত্রী: এক মিনিট দাঁড়ান, এক মিনিট...

ইয়াকভ: সে সময় কোথায় ছিলে? বলো তো বাপু।

রাজমিস্ত্রী (হতবুদ্ধি হয়ে): দাঁড়ান... ভেবে দেখি... হাসপাতালে ছিলাম বোধ হয়।

ইয়াকভ: বোধ হয়! সত্যি কোথায় ছিলে বলো।

রাজমিস্ত্রী (ভয় পেয়ে): কী বলতে চান আপনি বলুন তো!

ইয়াকভ: কথা কাটাবার চেষ্টা কোরো না। সে সময় কী করেছিলে মনে আছে?

রাজমিস্ত্রী: কী মতলব আপনার বলুন তো? (ঝট করে ক্যাপটা নিয়ে) মনে করার কিসসু নেই, শুনছেন! রেহাই দিন আমাকে!

বুড়োকে লক্ষ্য করতে করতে তানিয়া হাসল, হো হো করে হেসে উঠল পাভেল। তাই দেখে ক্যাপটা রেখে দিয়ে বিরক্তির সঙ্গে হাত নাড়ল নিকিতা।

রাজমিস্ত্রী: চুলোয় যাক! ভেবেছিলাম আপনি সত্যি সত্যি কিছু একটা বলছেন বুঝি। বয়সে আপনার তিন গুণ বড়ো, আর আমাকে নিয়ে ঠাট্টা! (ক্রুদ্ধভাবে বাসার ভিতরে চলে গেল।)

ইয়াকভ (উল্লসিত হয়ে): কেমন জব্দ, না?

পাভেল: তুখোড় ছেলে!

তানিয়া: ও অত ভয় পেয়ে গেল কেন?

ইয়াকভ (সগর্বে): এভাবে সব্বাইকে ভয় খাইয়ে দিতে পারি। কাছে গিয়ে চোখে চোখ রেখে শুধু বলতে হয়: "তোমার সম্বন্ধে কী না জানি!" কিসসু জানি না অবশ্য, কিন্তু লোকে ঘাবড়ে যাবেই যাবে, সবাই তো কিছু না কিছু লুকোয়, আর আমি শুধু এমন ভান দেখাই যে গোপন কথাটা আমার জানা। কেমন কাজ দেয় দেখলে?

পাভেল: লোকেরা দারুণ বোকা যে।

ইয়াকভ: সবচেয়ে সহজ মেয়েদের জব্দ করা। যে কোন মেয়েকে আধ ঘণ্টার মধ্যে কাঁদিয়ে ছাড়তে পারি।

তানিয়া: বিচ্ছিরি সেটা! লজ্জা করে না আপনার?

ইয়াকভ: শুধু ঠাট্টা করি। লজ্জা পাবার কী আছে?

তানিয়া: মেয়েদের পেছনে লাগাটা লজ্জার কথা।

ইয়াকভ: ছেলেদের সঙ্গে আপনারা কী করেন! হুঁ। বুড়োকে যে ভাবে জব্দ করলাম সেটা ভালো লেগেছিল?

তানিয়া: না, লাগেনি।

ইয়াকভ: তাহলে হাসলেন কেন?

তানিয়া: হাসিনি।

পাভেল: হেসেছিলে, তর্ক কোরো না। আমার মনে হয় ও বেশ জমিয়েছিল। তোমরা একটু দাঁড়াবে? বাড়ি গিয়ে চট করে সার্টটা বদলে নিই — ঘামে ভিজে গেছে।

ইয়াকভ: বসা যাক তাহলে, কী বলেন?

তানিয়া: চাই না বসতে।

ইয়াকভ: চটবেন না! শুনুন! বিদঘুটে জলায় উদভুটে ব্যাঙ...

তানিয়া (বিস্মিত হয়ে): কী?

ইয়াকভ (পুনরাবৃত্তি করে): একে বলে শব্দের কৌশল।

তানিয়া (হাসতে হাসতে): শব্দ না হাতী! আপনার নিজের বানানো?

ইয়াকভ: হ্যাঁ।

তানিয়া: বিশ্বাস করি না।

ইয়াকভ: গা ছুঁয়ে বলছি। লাইনটা মজার, তাই না?

তানিয়া: মোটেই না।

ইয়াকভ: তাহলে হাসলেন কেন? আপনার মত ঢেঁটা মেয়ে আর দেখিনি!

কিছুক্ষণ কোন কথা না বলে দুজনে বসে রইল।

ইয়াকভ (বিষণ্ণভাবে): একবার একজন অভিনেতা বলেছিলেন: "বড়ো বড়ো ব্রণ থাকার চেয়ে অল্পস্বল্প বুদ্ধি থাকা ভালো।" কথাটা ভালো লাগল আপনার?

তানিয়া (হেসে): আপনি হচ্ছেন রাম পাঁঠা।

ইয়াকভ (ফূর্তির সঙ্গে): যে আজ্ঞে, তাতে যদি খুসি হন। কিন্তু আপনি সত্যি ঢেঁটা। দোকানদাররা আপনাকে সইতে পারবে না, বাজি রেখে বলতে পারি।

তানিয়া (আহত বোধ করে): ওরা সইবে কি না সইবে আমার তাতে বয়ে গেল।

ইয়াকভ: বয়ে না যাওয়া উচিত। ওদের কয়েকজন তো বেশ সুপুরুষ...

তানিয়া: আমাকে রেহাই দিন, বাপু!

ইয়াকভ: আমাকে তো আপনি শেষ করে ফেলেছেন।

তানিয়া (উঠে পড়ে): আহা বেচারা! চলুন চা খাই গে।

ইয়াকভ: আপনি যান। আমি একটু পরে আসছি। (ওর পিছনে ঘুষি দেখাল আর মুখ ভ্যাঙচাল।)

তানিয়া (ফিরে দাঁড়িয়ে): এত ক্লান্ত লাগছে।

ইয়াকভ (এক লাফে দাঁড়িয়ে): তাই না কি, আহা! (বিড় বিড় করে) দাঁড়াও না, তোমাকে মজাটা দেখাচ্ছি সুন্দরী!

বাগানে মাস্তাকভের গলা: "শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলে পারো।"

খারিতনভ (গেট থেকে): ঘুমোতে চাই না, কথা বলতে চাই।

মাস্তাকভ: কী নিয়ে?

খারিতনভ: এখানে বসা যাক, জায়গাটা তোমার পেয়ারের। ঝোপটা কেটে ফেলতে খারাপ লাগেনি?

মাস্তাকভ: ভয়ানক খারাপ লেগেছিল।

খারিতনভ: ঠিক ভেবেছিলাম। কী পড়ে আছে দেখছ? একটা দাঁতন পর্যন্ত হবে না। আজ তোমার এত ছাড়া-ছাড়া বেজার ভাব কেন?

মাস্তাকভ: থাক, থাক...

খারিতনভ: পেটে কিছু মদ পড়েছে বলে কিছু বুঝি না ভেবেছ? বরঞ্চ পেটে কিছু পড়লে আমার বুদ্ধি খোলে। তোমার কেমন একটা অধৈর্যভাব, খালি এদিক-সেদিকে উঁকি মেরে দেখছ। কী হয়েছে?

মাস্তাকভ: ও, এমন কিছু নয়। মাথায় নানা চিন্তা। আমার সবচেয়ে ভালো লাগে বাড়ি তৈরীর কাজ। ও কাজে আমাদের এই দুনিয়াটার, হাড়-হাভাতে দুনিয়াটার রূপ খোলে।

খারিতনভ: ভুল কথা। দুনিয়াটার অনেক সম্পদ। আমরা খালি নিংড়ে নিচ্ছি, কিন্তু তবু দুনিয়া ফতুর হয় না কখনো!

মাস্তাকভ: জীবন এত অনিশ্চিত...

খারিতনভ: সবাই নিংড়ে নিচ্ছে — ব্যবসাদার, সরকারী চাকুরে — সবাই, কিন্তু আমাদের দেশের শেষ নেই, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সে জন্য! আর চিরকাল বেঁচে থাকবে আমাদের দেশ। কিন্তু তোমার মুখটা মেঘলা দিনের মতো বিরস, মনে হচ্ছে বর্ষাতি চাপাই। বিধবাটির জন্য মন কেমন করছে, তাই না? তার জন্য দোষ দেওয়া যায় না তোমাকে, এমন মেয়ে — ওর জন্য সব বেটা হা-হুতাশ করবে। বিয়ে করছ নাকি ওকে?

মাস্তাকভ: জানি না। ওর যোগ্য আমি নই...

খারিতনভ: কেন নয়? ওর স্বামী কেউ-কেটা ছিল বটে, কিন্তু লোকে বলে ও নিজে সাধারণ ঘরের লোক। গাইয়ে-টাইয়ে গোছের ছিল, তাই না? এখন ইনি শ্রীমতী, কিন্তু আগেকার অধোগতি?

মাস্তাকভ (কড়াভাবে): সেটা অতীতের কথা।

খারিতনভ: কিন্তু যদি সে অতীত হাড়ে-হাড়ে টিঁকে থাকে?

মাস্তাকভ: তার মানে?

খারিতনভ: অতীতটা যদি তার... এই ধরো... যদি তার অস্থিমজায় থাকে? অতীত তো আর বেড়ায় আলকাতরার দাগ নয় যে মুছে ফেলা যায় — সেরকম মোটেই নয়... না, ভাই!

মাস্তাকভ (উঠে পড়ে): দুঃখিত, কিন্তু আমাকে এখন যেতে হবে। একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হবে।

খারিতনভ (পিছু ডেকে): নিজের সৎমেয়ের কথাও একটু ভেবে দেখো! অনেক বাজে বকা হয়েছে — এবার কাজের পালা।

গুমটি থেকে উঁকি মারল নিকিতা।

খারিতনভ: কে ওখানে?

রাজমিস্ত্রী: আমি। (বেরিয়ে এল।) ইয়াকিম লুকিচ, আপনার কাছে আমার একটা নালিশ আছে।

খারিতনভ: শোনা যাক।

রাজমিস্ত্রী: আপনার ভাইপো হামেশাই কিছু না কিছু দুষ্টুমির তালে থাকে।

খারিতনভ: বয়সকালে মুরগীর ছানারা পর্যন্ত সে রকম তালে ঘোরে। ব্যাপারটা কী?

রাজমিস্ত্রী: উনি আমাকে ডর দেখাবার চেষ্টা করলেন...

খারিতনভ: ডরো মাৎ! যত খুসি ভয় দেখাবার চেষ্টা করুক ও, পরোয়া কোরো না। বুঝলে?

গুমটির পিছন থেকে বুড়োর প্রবেশ, ফকিরের পোশাক, পিঠে ঝোলা, বেল্টে বাঁধা একটি পাত্র ও চায়ের কেটলি। তার পিছনে একটি মেয়ে, তারো পিঠে ঝোলা। ভাববিহীন মুখ, বড়ো বড়ো নিষ্প্রভ চোখ। মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাল মেয়েটি। বুড়ো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল।

খারিতনভ: বা, বেশ আনন্দের ব্যাপার দেখছি!

রাজমিস্ত্রী: কোথা থেকে আসছ?

বুড়ো: শ্রীধাম থেকে...

খারিতনভ: ওটি তোমার মেয়ে?

বুড়ো: ওটি আমার ধর্ম-বোন।

খারিতনভ: বোনের পক্ষে বয়সটা কম।

বুড়ো: আমরা সবাই তো আর এক বছরে জন্মাইনি।

খারিতনভ: সাচ বাত।

মেয়েটি (রাজমিস্ত্রীকে): ওরা কী তৈরী করছে?

রাজমিস্ত্রী: স্কুল তৈরী করছে।

খারিতনভ: মেয়েটি অনূঢ়া?

বুড়ো: হ্যাঁ।

মেয়েটি: এটা কারখানা নয়?

রাজমিস্ত্রী: না, কারখানাটা আরো দূরে, মাইল তিনেক হবে।

খারিতনভ: কটি বাচ্চা ওর হয়েছে?

বুড়ো: ছিল একটি... আর এমনি বোকা।

রাজমিস্ত্রী: আর একটা বাড়ি আমরা শীগগিরই সুরু করব।

খারিতনভ: (উঠে বাগানে যেতে যেতে) ভিক্ষে চাইছ না কেন?

বুড়ো: সবকিছু যথাসময়ে।

খারিতনভ: হুঁ। আমার চা খাবার সময় হয়েছে।

মেয়েটি: কে বানাচ্ছে বাড়িটা?

রাজমিস্ত্রী: মাস্তাকভ, ইভান ভাসিলিয়েভিচ।

বুড়ো: ওঁর নিবাস এখানে?

রাজমিস্ত্রী: হ্যাঁ।

বুড়ো: তাঁর জন্মও এখানে?

রাজমিস্ত্রী: জানতে চাইছ কেন?

মেয়েটি: শুনেছি এখানকার লোকেরা ভালোমানুষ...

রাজমিস্ত্রী: নানা ধরনের মানুষ আছে।

বুড়ো: এখানে উনি অনেক দিন আছেন?

রাজমিস্ত্রী: বিশ বছর হল আছেন। (থেমে বুড়োর দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে) এখানে উনি জন্মাননি কেন মনে হচ্ছে? এ কথা আমি তো বলিনি!

মেয়েটি: শুনেছি উনি দয়ালু লোক।

রাজমিস্ত্র: এক এক সময় তাই, এক এক সময় নয়। অপদার্থদের উনি দেখতে পারেন না।

বুড়ো: অপদার্থরা কারা?

রাজমিস্ত্রী: রাস্তায় যত্রতত্র ভেসে যাওয়া মানুষগুলো, আর কি?

মেয়েটি: চলো যাই, ভাই।

বুড়ো: কোথায়? প্রথমে একটু জিরিয়ে নিই। কোন তাড়া নেই আমার। আমার জন্য কেউ বসে নেই।

রাজমিস্ত্রী: তোমাকে দেখে খাঁটি ফকির মালুম হয় না।

বুড়ো: তাই বুঝি? কী মনে হয় দেখে?

রাজমিস্ত্রী: জানি না। তোমার জবানও ফকিরের মত নয়।

বুড়ো: নানান জীবের নানা ভাষা।

রাজমিস্ত্রী: চেহারাটা তোমার ফকিরের মত নয় একদম। যদি ভিক্ষে পাবার মতলব থাকে, তাহলে উঠোনে চলে যাও — ওদিক দিয়ে, কোণ ঘুরে।

বুড়ো: তাড়া কী? আমাকে কাটাতে চাইছ না কি?

রাজমিস্ত্রী: খুব যে চাইছি তা নয়। কিন্তু এখানে ঘুরে তোমার লাভ? পাইপ ধরিয়ে দেশলাইএর কাঠি ফেলে হয়ত আগুন লাগাবে...

বুড়ো: আমি তামাক খাই না।

গুমটিতে চলে গেল নিকিতা।

বুড়ো (চোরাভাবে চারদিক দেখে নিয়ে, গলা নামিয়ে মেয়েটিকে): হুঁশিয়ার, মারিনা। চোখ কান খোলা রেখো। সবকিছু দেখে নাও, যদি মনে হয় বিপদ ঘটবে তাহলে সহরে পালিও, ইলিয়ার কাছে যেও...

মেয়েটি: জানি।

বুড়ো: ও সটান পুলিশের কাছে গিয়ে সমস্ত ফাঁস করে দেবে। ভুলো না কিন্তু।

মেয়েটি: ভুলব না।

বুড়ো (চারিদিকে তাকিয়ে): কেমন সব বানাচ্ছে নেকড়েগুলো, দেখছ তো। আকাশ দেখা যায় না। ভগবানের মুখ দেখতে চায় না কাফেরগুলো। লোহালক্কড়ের আড়ালে নিজেদের পাপ ঢাকছে।

মেয়েটি (মৃদুকণ্ঠে): কে আসছে।

ইয়াকভ ও তানিয়ার প্রবেশ

ইয়াকভ: বলুন, লক্ষ্মীটি।

তানিয়া: দাঁড়ান। কোথায় গেলেন উনি? (ডেকে) বাবা!

ইয়াকভ: পরে দেখব কোথায় গেছেন। এখন বলুন।

তানিয়া: বলাটা বড়ো বিরক্তিকর।

ইয়াকভ: শুনতে কিন্তু আপনার ভালো লাগে, লাগে না?

তানিয়া: শোনবার মত হলে। বাবা!

ইয়াকভ: পরের বিষয়ে কথা সর্বদাই শোনবার মত।

তানিয়া: আ-হ্যাঁ।

ইয়াকভ: লোকের স্বরূপ ধরা পড়ে তাতে।

মেয়েটি মাথা নিচু করে ওদের অভিবাদন করল।

তানিয়া: ফকিররা অনেক গল্পগুজব জানে।

ইয়াকভ: মেয়েটিকে দেখে মনে হয় কাঠের তৈরী। বুড়োকে ভয় পাইয়ে দিই, দেখুন।

তানিয়া: দরকার নেই।

ইয়াকভ: আরে দেখুন না, কেমন মজাটা হবে। (বুড়োর দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে) হে ভগবান, তুমি!

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বুড়ো ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

ইয়াকভ: এখানে অনেকক্ষণ আসা হয়েছে?

বুড়ো: বেশীক্ষণ না।

ইয়াকভ: শীগগিরই হাজতে ফেরা হচ্ছে?

বুড়ো: তুমি যখন ফিরবে তখন।

ইয়াকভ: আমি? তার মানে?

বুড়ো: কিছু না। কখন ফিরবে ভাবছ?

ইয়াকভ: আমার যাবার তো কোন কারণ দেখছি না...

বুড়ো: কারণটা ওরা খুঁজে বের করবে।

ইয়াকভ (বিব্রত হয়ে): তোমার ভয়ানক আস্পর্ধা দেখছি!

তানিয়া (ওকে ধরে রেখে): ওর গায়ে হাত দেবেন না। লোকটা অভদ্র আর বুড়ো।

ইয়াকভ (সরে যেতে যেতে): না, ভবঘুরে বেটাকে ভয় দেখানো আর গেল না!

মেয়েটি: দিদিমণি, আমরা গরীব তীর্থযাত্রী, ঘরবাড়ি নেই, আমাদের কিছু দেবেন না? খাবারদাবার কিছু! যীশু দয়া করবেন।

তানিয়া: রান্নাঘরে গিয়ে চাও... ওই যে ওখানে। বাবা কোথায় গেলেন?

ইয়াকভ: এসে পড়বেন!

তানিয়া: দিনটা কী বেজার! কিছু একটা ঘটলে বাঁচি!

ইয়াকভ: এই ধরুন, যদি আগুন লাগে। আগুন ভালো লাগে?

তানিয়া: আগুনকে ডরাই আমি। কিন্তু মাঝে মাঝে এত একঘেয়ে লাগে যে কিছু একটা ঘটলে বেঁচে যাই, তা যতই ভয়ংকর হোক না কেন।

ইয়াকভ: আমাকে বিয়ে করে ফেলুন।

তানিয়া: ঠাট্টা করছি না। সফিয়া মারকভনা বলেন একঘেয়ে লাগা কাকে বলে তিনি জানেন না। কী করে সম্ভব সেটা? কুকুরের পর্যন্ত কখনো-সখনো একঘেয়ে লাগে। আপনার খুবানি ভালো লাগে?

ইয়াকভ: আপনাকে ভালো লাগে।

তানিয়া: আঃ থামুন!

ইয়াকভ: সত্যি ভালো লাগে! আমাকে বিয়ে করতে চান না কেন? দারুণ মজা হবে? একটা মোটর গাড়ি কিনব।

তানিয়া: বলেছি তো আমি ভেবে দেখতে চাই।

ইয়াকভ: ভেবে দেখতে বেজায় সময় লাগছে। বিয়ে করা তো ব্রিজ খেলা নয় যে ভাবতে হবে। আমার মনটা দরাজ, হৃদয় হালকা, চলন সহজ স্বচ্ছন্দ। আর আমি গরীব, তাই আপনার যে অনুগত হব তাতে কোন সন্দেহ নেই। গা ছুঁয়ে বলছি! বিয়ে করার পর আপনার যা খুসি করতে পারবেন।

তানিয়া: সেটা এখনো করতে পারি। আমার ওপর কেউ নজর রাখেনি।

ইয়াকভ: না, পারেন না। পারেন না, কেননা আপনার বিয়ে হয়নি, আর যাদের বিয়ে হয়নি সাবধানে থাকতে হয় তাদের। আমরা ছেলেরা হলাম একেবারে ডাকাত, আমাদের শিকার হল কাঁচা মেয়েরা। বিয়ে হবার পর শুধু জানতে পারবেন ইচ্ছেমত থাকা জিনিসটার অর্থ কী। সফিয়া মারকভনার কথাই ধরুন না কেন — উনি একটার পর একটা প্রেম করে চলেছেন।

তানিয়া (দুঃখের সুরে): ওঁর সম্বন্ধে লোকে কী যাচ্ছেতাই কথা না বলে!

ইয়াকভ: লোকে যা বলে তাতে নিজের ক্ষিধে নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। আর পাভেল ... ওর মনটা নীচ আর স্থূল, কাউকে চায় না ও।

তানিয়া: না, আপনি ভুল করছেন! ও সফিয়া মারকভনার প্রেমে পড়েছে।

ইয়াকভ: পাভেল? আমি বিশ্বাস করি না।

তানিয়া: সত্যি প্রেমে পড়েছে। সফিয়া মারকভনার দস্তানায় ওকে চুমো খেতে নিজের চোখে দেখেছি।

ইয়াকভ: তাজ্জব ব্যাপার।

তানিয়া: উনি দস্তানা জোড়া আমাদের বাড়িতে ফেলে গিয়েছিলেন...

ইয়াকভ: আর ও দস্তানায় চুমো খেল! গাধা! যাই হোক, সফিয়া মারকভনা একদিন না একদিন আপনার বিমাতা হবেন।

তানিয়া: আমি তাতে খুসি।

ইয়াকভ (বিরসভাবে): কেন খুসি বুঝি না।

তানিয়া: বাড়িতে বুদ্ধিমতী একজন থাকবেন, তাঁর সঙ্গে ফ্রক-টক নিয়ে আলাপ করতে পারব। আর উনি এলে ঘরদোর নতুন করে বানানো যাবে। বড্ডো ছোট বাড়িটা।

খারিতনভ (এসে): এই যে, কপোত কপোতী! ইভান ভাসিলিয়েভিচ কোথায়?

ইয়াকভ: খুঁজে পেলাম না।

খারিতনভ: স্থপতি এসেছে।

তানিয়া: তাই না কি? যাই, দেখা করে আসি গে। লোকটি চমৎকার। (তাড়াতাড়ি চলে গেল।)

খারিতনভ: এগোলে কতদূর, গাধা?

ইয়াকভ: (বেজারভাবে) কিছু নয়। বড়ো কাঁচা মেয়েটা।

খারিতনভ: কাঁচা হলে তুমি। আর কেউ হলে...

ইয়াকভ (ক্রুদ্ধভাবে): ওর ওপর গায়ের জোর ফলাব নাকি?

খারিতনভ: জোর করবেই না বা কেন? জোর করে ছিনিয়ে নিলে মেয়েরা খুসি হয়। তুমি একেবারে গণ্ডমূর্খ! আমি হলে বিয়ের শাঁখ অনেক দিন আগেই বাজত।

ইয়াকভ: যান না, বিয়েটা আপনিই করুন!

খারিতনভ: বটে, বটে! কার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে? দেউলিয়া হয়ে গেলে তোমার কী দশা হবে?

ইয়াকভ: আস্তে। কে যেন আসছে... ইভান ভাসিলিয়েভিচ নিশ্চয়ই।

খারিতনভ (চট করে চারিদিকে তাকিয়ে পকেট থেকে একটা রুপোর রুবল বের করে উচ্চকণ্ঠে): এটির কথাই ধরো না কেন, জিনিসটা ছোট, কিন্তু সারা দুনিয়া চলছে এটার ওপর। জিনিসটার অর্থ তোমাকে বুঝতেই হবে। ফুলের চেয়ে সুন্দর, বারুদের চেয়ে জোরালো। টাকাপয়সা রাখতে হয় সযত্নে, তাচ্ছিল্য করে ছড়ানোর জিনিস নয় টাকাপয়সা। (আবার আগেকার মত গলায়) আমাকে ধাপ্পা দিয়ে কী লাভ? কেউ আসছে না।

ইয়াকভ: বাসার পেছনে পায়ের শব্দ শুনলাম।

খারিতনভ: পায়ের শব্দ, বটে! আজকের মধ্যে কাজটা তোমাকে সারতে হবে... যাও, মেয়েটাকে খুঁজে বের করো গে। চোখের আড়াল কোরো না ওকে।

ইয়াকভ: আর যদি বোকা হয় মেয়েটা...

খারিতনভ: তাহলে তোমার পক্ষে আরো ভালো, গণ্ডমূর্খ কোথাকার!

দুজনের প্রস্থান। বাড়ি তৈরীর জায়গাটা থেকে আস্তে আস্তে মাস্তাকভ এল। মাটিতে দৃষ্টিনিবদ্ধ, মনমরা চেহারা। গুমটির পিছন থেকে বুড়োর প্রবেশ। দাঁড়িয়ে পড়ল বুড়ো; লাঠিতে দু হাত রেখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মাস্তাকভের দিকে।

বুড়ো (নিচু গলায়): নমস্কার, গুসেভ।

মাস্তাকভ (নিচু গলায়): নমস্কার, আন্তন।

বুড়ো: আর আন্তন নই, এখন পিতিরিম আমি। তোমার মত ঢেলে নতুন করে তৈরী করেছি নিজেকে; শুধু আন্তন নাম ত্যাগ করার কোন কারণ নেই। আমাকে চেয়ে দেখছ না কেন?

মাস্তাকভ: দেখেছি।

বুড়ো: দেখেছ? কোথায়? কখন?

মাস্তাকভ: গির্জার অলিন্দে। আর এই কিছুক্ষণ আগে দেখলাম রাস্তায় একজন মেয়েছেলের সঙ্গে চলেছ।

বুড়ো: তাহলে আমার প্রতীক্ষায় ছিলে? (জবাব দিল না মাস্তাকভ।) চিনতে যখন পেরেছিলে তখন নিশ্চয়ই জানতে আমি আসছি।

মাস্তাকভ: গির্জায় চিনেছিলাম — তোমার চোখ দেখে।

বুড়ো: বেশ, তাহলে অতিথিসৎকার করো...

মাস্তাকভ (ক্লান্তভাবে): শোনো, আন্তন, তুমি চালাক চতুর লোক, তোমার এখানে আসার মানেটা আমার পক্ষে কী সেটা তো জানো। আজে-বাজে কথা বলে কী লাভ... সোজাসুজি বলো আমার কাছে কী চাও?

বুড়ো (হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে): মধুর সম্ভাষণ বটে! পুরোনো বন্ধুকে দেখতে এলাম... একসঙ্গে অনেক কিছু সয়েছি এককালে, সইনি? আর এখন জিজ্ঞেস করছ তোমার কাছে কী চাই!

মাস্তাকভ: তোমাকে এক তাড়া টাকা দিতে পারি যদি...

বুড়ো: টাকা? টাকা নিয়ে কী হবে? বয়স হয়েছে, মারা যাবার দেরী নেই।

মাস্তাকভ: তোমার সঙ্গের মেয়েটা, ও কি...

বুড়ো: ওর বিয়ে হয়নি। চালাক মেয়ে। আমার সঙ্গে বাঁধা, শক্তভাবে বাঁধা।

মাস্তাকভ: আমার বিষয়ে জানে?

বুড়ো: কী মনে হয়?

মাস্তাকভ (বুড়োর ঘাড় ধরে): চালাকি ছাড়ো, বুড়ো বদমাস!

বুড়ো (হাত এড়াবার জন্য চট করে নিচু হয়ে): ছাড়ো বাপু, বলপ্রয়োগের দরকার নেই।

গাছের মধ্য থেকে মেয়েটি বেরিয়ে এল।

বুড়ো: আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না বাপু। এমন কিছু বিভীষিকা নেই যা আমার অজানা।

মাস্তাকভ: কী চাও তুমি?

বুড়ো: তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই।

মাস্তাকভ: কী বিষয়ে?

বুড়ো: তা যদি বলো, তোমার আমার আলাপ করার মত বিস্তর জিনিস আছে।

মাস্তাকভ (মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে): আমাদের পথ অনেকদিন আগে আলাদা হয়ে গিয়েছে, আন্তন...

বুড়ো: কিন্তু আবার এক হল, দেখছই তো।

মাস্তাকভ: সোজাসুজি কথাটা বলে ফেলছ না কেন? কী চাও?

বুড়ো: অনেক কিছু।

মাস্তাকভ: কী?

বুড়ো: এতদিন যে ভুগেছি তার পুরো প্রতিদান চাই।

মাস্তাকভ: কত?

বুড়ো: এখনো হিসেব করিনি...

পিছনে হাত মুড়ে সবিদ্বেষে বুড়োর দিকে তাকিয়ে রইল মাস্তাকভ।

বুড়ো: কী দেখছ?

মাস্তাকভ: কী ধরনের মানুষ তুমি এখনো ভুলিনি।

বুড়ো: তাই বুঝি? ধন্যবাদ।

মাস্তাকভ (হাল ছেড়ে দিয়ে): তুমি কী চাও, আন্তন।

বুড়ো: ভয় পেয়েছ বুঝি? একেই বলে জীবনের পরিহাস, গুসেভ... এখানে তাড়াহুড়ো করে বানিয়ে চলেছ তুমি আর আমি এলাম নিঃশব্দে গুড়ি মেরে, আস্তে আস্তে...

মাস্তাকভ: তোমার কী ক্ষতিটা করেছি? আমার মনে নেই।

বুড়ো: আমারো মনে নেই।

মাস্তাকভ: সে সব দিনে তোমাকে তো দয়া করেছি।

বুড়ো (স্বল্প হেসে): দয়া কী করে করতে হয় জানা দরকার মানুষের। দয়া দেখানোটা এত সহজ ব্যাপার নয়।

মাস্তাকভ: আর এখন আমার ক্ষতি করতে চাও?

বুড়ো (কান খাড়া করে): কী চাই পরে বলব তোমাকে। কে যেন আসছে... রাস্তায় ঘোড়ার শব্দ — শুনতে পারছ? রান্নাঘরে চললাম, সন্ধ্যেবেলায় ডেকে পাঠিও আমাকে, বুঝলে?

মাথা নাড়ল মাস্তাকভ। বাগান থেকে বেরিয়ে এল **জাখার**ভনা।

জাখারভনা: হায় ভগবান! কোথায় ছিলেন এতক্ষণ, ইভান ভাসিলিয়েভিচ? আমরা গরুখোঁজা করছি আপনাকে।

মাস্তাকভ (বিরসমুখে): একে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে কিছু খেতে দাও।

জাখারভনা: খাওয়াবার সময় যেন আছে আজ!..

মাস্তাকভ: যা বলছি করো।

জাখারভনা: ওরা আপনার আশায় বসে আছে ওখানে। (বুড়োকে) চলো!

বুড়ো: তোমার মনিবটি বড়ো কড়া দেখছি।

জাখারভনা: বকবক কোরো না।

বুড়ো: উঃ কী ফোঁসফোঁফোনি! অনেক দিন লাঠি দেখনি!

জাখারভনা (ঘুরে দাঁড়িয়ে): কী বললে?

মাস্তাকভ (জাখারভনার দিকে তর্জনী নাড়াল। সবাই চলে গেলে বিড়বিড় করে বলল): এটা হতে পারে না, হতে পারে না!.. (ফিরে বাড়ি তৈরীর জায়গাটার দিকে গেল, রাস্তায় দেখা হল সফিয়া মারকভনার সঙ্গে। সফিয়া মারকভনাকে মনে হল কী নিয়ে যেন বিচলিত।)

সফিয়া মারকভনা: আজে-বাজে কী সব লিখেছেন! বিশ্বাস করি না আমি! আপনি কি পাগল হয়ে গিয়েছেন? (মাস্তাকভের হাত ধরে।) বলুন, সব কিছু আমাকে বলুন! সত্যিই কি আপনি জেল-পালানো কয়েদী?

মাস্তাকভ (অন্যদিকে তাকিয়ে): হ্যাঁ। আমার চারবছর কারাদণ্ড হয়েছিল।

সফিয়া মারকভনা: কেন?

মাস্তাকভ: দুবছর পাঁচ মাস জেল খাটি, তারপর পালিয়ে যাই...

সফিয়া মারকভনা: অসম্ভব! আমার দিকে তাকান তো! কেন জেল হয়েছিল? জাল করার জন্য?

মাস্তাকভ: খুন করার জন্য।

সফিয়া মারকভনা (মাস্তাকভের হাত সরিয়ে দিয়ে): আপনি, আপনি খুনী? কী ঘটেছিল?

মাস্তাকভ: জানি না।

সফিয়া মারকভনা: প্রকৃতিস্থ হোন। এসময়ে মাথা বিগড়ে গেলে চলবে না। কী হয়েছিল? তাড়াতাড়ি বলুন!

মাস্তাকভ: জানি না। আদালতে তাই বলেছিলাম, বলেছিলাম জানি না। সেসময় আমার বয়স বিশ, সৈন্যবাহিনীতে ঢুকেছি। মদ খাওয়া চলছিল। কে একটা ফিরিওয়ালাকে ছুরি মারল। আমার নেশা হয়েছিল, ছুরি যে মারল তাকে দেখিনি — তার চেহারাটা পর্যন্ত মনে নেই। ছুরি আমি মারিনি, কিন্তু দোষ চাপাবার মত আর কেউ ছিল না, তাই আমাকে দোষ দিল। আমার জামাকাপড়ে এক ফোঁটা রক্ত ওরা খুঁজে বের করে...

সফিয়া মারকভনা: কার রক্ত?

মাস্তাকভ: জানি না। আমাদের দলের লোকেরা মারামারি চালিয়েছিল — ওদের সঙ্গে আমি ছিলাম।

সফিয়া মারকভনা: সত্যি বলছেন আপনি? সত্যি বলছেন? অবশ্য সত্যি বলছেন আপনি। আপনি কখনো খুন... না, না আপনি কখনো সেটা পারেন না। কিন্তু এতদিন আমাকে বলেননি কেন? আগে বললেন না কেন?

মাস্তাকভ (ভেঙ্গে পড়ে): আমার সঙ্গে জেল-খাটা একটা লোক এখানে এসেছে। আমার খোঁজ করছিল লোকটা — খোঁজ খবর নেবার জন্য কাকে যেন পাঠিয়েছিল। গির্জার অলিন্দে বৃহস্পতিবার ওকে দেখলাম। দেখেই চিনতে পারি।

সফিয়া মারকভনা: তক্ষুণি আমাকে বলা উচিত ছিল আপনার। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি, পুরোপুরি বিশ্বাস করি।

মাস্তাকভ: আজ সকালে বলার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বলতে দিলেন না...

সফিয়া মারকভনা: আজ সকালে? আপনি বলছেন যে... ও কী বোকা আমি! আমি ভেবেছিলাম... কী অসম্ভব বোকা! মাপ করুন।

মাস্তাকভ: অনেক দিন আপনাকে বলব বলব ভাবছিলাম, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি, পরিণামের কথা ভেবে। পৃথিবীতে আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই... আপনি... আপনি আমার বোনের মত, আপনিই আমার সব।

সফিয়া মারকভনা: কী চায় লোকটা?

মাস্তাকভ: জানি না কী চায়। আমার সর্বনাশ করবে ও।

সফিয়া মারকভনা: ছিঃ, ওরকম কথা বলবেন না। লোকটা কোথায়?

মাস্তাকভ: রান্নাঘরে। লোকটা অতি খারাপ। আমাকে বাঁচান, সফিয়া মারকভনা! চিরকাল আপনার অনুগত হয়ে থাকব! আমি বাঁচতে চাই!

সফিয়া মারকভনা: আপনার সর্বনাশ করতে দেব না!

মাস্তাকভ: নিজেকে বলেছিলাম: "সফিয়া মারকভনা যে ভাবে চায় সে ভাবে করব, আর সময় এলে বলব: আমি লোকটা হলাম এই! কিন্তু আমার বিবেকে কোন ভার নেই। আপনি লোকের ভালো করতে আমাকে শিখিয়েছেন। আপনার সঙ্গে দেখা হবার আগে জীবন আমার কাছে ছিল অর্থহীন..."

সফিয়া মারকভনা: ও সব কথা বলার সময় এখন নয়।

মাস্তাকভ: আপনি বিশ্বাস করেন আমাকে?

সফিয়া মারকভনা: কেন জিজ্ঞেস করছেন আবার! ওর সঙ্গে কখন কথা বলবেন?

মাস্তাকভ: সন্ধ্যেবেলায়।

সফিয়া মারকভনা: যা বলবেন তা যেন শুনতে পাই তার ব্যবস্থা করুন। আজ রাতটা এখানে কাটাব। দেখবেন, ছেলেমেয়েরা যেন কিছু টের না পায়।

মাস্তাকভ (বিস্বাদের স্বল্প হাসি হেসে): জানতে পারলে পাভেল বেজায় খুসি হবে।

সফিয়া মারকভনা: সবচেয়ে দরকার হল লোকটার সঙ্গে কথা বলার সময় শান্ত থাকা।

মাস্তাকভ: আপনাকে যদি এর মধ্যে জড়ায় তাহলে?

সফিয়া মারকভনা: আমাকে? বাজে কথা! চলুন ভেতরে যাই।

মাস্তাকভ: সফিয়া মারকভনা...

সফিয়া মারকভনা: কী? আত্মস্থ হোন।

মাস্তাকভ: ভয় করছে...

সফিয়া মারকভনা: ভয় পেয়ে কোন লাভ নেই।

মাস্তাকভ: আমার সম্বন্ধে কী ভাববেন তাই ভেবে ভয় হচ্ছে।

সফিয়া মারকভনা: কিন্তু আপনি তো নির্দোষ, নয় কি? সমস্ত ব্যাপারটা একটা বিচ্ছিরি ভুল, তাই না!

মাস্তাকভ: হ্যাঁ, শপথ করে বলছি!..

দুজনে চলে গেল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দেখা গেল মেয়েটিকে, ওদের দিকে নিষ্প্রভচোখে তাকিয়ে থেকে চিবুক চুলকাল মেয়েটি।

যবনিকা

তৃতীয় অংক

বড়ো একটা ঘর, মাঝখানে লেখার টেবিল আর তিনটি আরামকেদারা। নীল শেডের বাতি ডেস্কে। একটি কোণে পর্দার আড়ালে খাটের মাথা দেখা যাচ্ছে। অন্য কোণে টালি-দেওয়া চুল্লী, সামনে সোফা, পাশে ভারী পর্দা টাঙানো দরজা। দরজার পাশে বইয়ের বড়ো আলমারি। দর্শকদের মুখোমুখী দেয়ালটায় আর একটা দরজা। সোফায় আধো-হেলান দিয়ে মাস্তাকভ বসে। পিছনের দেয়ালের দরজায় কে যেন টোকা দিল।

মাস্তাকভ (উঠে পড়ে): কী?

জাখারভনা: ওর ঘুম ভেঙেছে।

মাস্তাকভ: এখানে নিয়ে এসো।

জাখারভনা: ও চা চেয়েছে।

মাস্তাকভ: চা দিয়ে এখানে নিয়ে এসো।

জাখারভনা: ওর সঙ্গে এত ভালো ব্যাভার করবেন না, ইভান ভাসিলিয়েভিচ। বুড়োটার চেহারায় পেজোমী ভাব একটা আছে।

মাস্তাকভ: থাক গে। জলদি যাও।

জাখারভনা: আপনার সম্বন্ধে রাজ্যের কথা জিজ্ঞেস করছে, ঘ্যানর ঘ্যানর করছে তো করছে, করার অন্ত নেই।

মাস্তাকভ: কী বললে?

জাখারভনা: ঘ্যানর ঘ্যানর করছে — কী ভাবে থাকেন আপনি, আপনার কী ব্যবসা, সফিয়া মারকভনা কে...

মাস্তাকভ: সফিয়া মারকভনা?

জাখারভনা: ভান করছে সবকিছু ওর জানা... এমনি জিজ্ঞেস করছে। ঘ্যানর ঘ্যানর করছে, হাকিম এসেছেন যেন সত্যের তল্লাসে!

মাস্তাকভ: হাকিম?

জাখারভনা: হ্যাঁ, হাকিমের মত!

মাস্তাকভ: যখন আমি... যখন আমি গরীব ছিলাম তখন ও আমাকে চিনত। আমরা একসঙ্গে থাকতাম।

জাখারভনা: তেমন চেনা কত লোকের সঙ্গে তো থাকে।

মাস্তাকভ (পায়চারি করতে করতে): সফিয়া মারকভনা তানিয়ার ঘরে আছেন?

জাখারভনা: হ্যাঁ।

মাস্তাকভ: ওঁকে এখানে আসতে বলো। ভদ্রভাবে বলো। বলো যে এক মিনিট ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। (কে যেন দরজায় টোকা দিল। জাখারভনা দরজাটা খুলতে যাচ্ছে, মাস্তাকভ তার হাত চেপে ধরল।) দাঁড়াও! কে?

জাখারভনা: হায় ভগবান? আমাদের কেউ, তা ছাড়া আর কে হবে, কর্তা!

মাস্তাকভ (চাপা রাগে): কিচ্ছু বোঝো না তুমি, বুড়ী, কোন বুদ্ধি নেই তোমার।

সফিয়া মারকভনা: বকা দরকার আপনাকে, ওকে নয়...

মাস্তাকভ: যাও তুমি, জাখারভনা!

জাখারভনা: যাবার সময় হয়েছে তা তো দেখতেই পারছি। (বেরিয়ে গেল।)

সফিয়া মারকভনা: কেমন লাগছে?

মাস্তাকভ: অত্যন্ত বিচ্ছিরি।

সফিয়া মারকভনা: ছিঃ, এত সহজে ভয় পেয়ে গেলেন!

মাস্তাকভ: ব্যাপারটা গুরুতর।

সফিয়া মারকভনা: এত তাড়াতাড়ি সেটা বলা যায় না।

মাস্তাকভ: ওকে চিনি আমি।

সফিয়া মারকভনা: ওর সঙ্গে কথা বলা যাবে, যা চায় তা দেওয়া যাবে। তারপর আপনি যাতে নিষ্কৃতি পান তার চেষ্টা ধীরেসুস্থে করব। সেরা উকিলের সাহায্য নেব। টাকায় সবকিছু কেনা যায়।

লোকে বলে সেটা খারাপ, কিন্তু অন্য কোন উপায় না থাকলে আমরা নিরুপায়।

মাস্তাকভ: কী যে বলব ওকে জানি না।

সফিয়া মারকভনা: নিজেকে আপনি আসামী ভাবেন না তো? তাহলে ভয় পাবার কী আছে?

মাস্তাকভ: লোকেরা কী রকম হতে পারে আপনি জানেন না।

সফিয়া মারকভনা: সে দেখা যাবে। কোথায় লুকোব বলুন?

মাস্তাকভ: সেটা না করলেই নয়?

সফিয়া মারকভনা: বইয়ের আলমারীটার পেছনে লুকব, পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখব নিজেকে। (হেসে) এ রকম একটা অদ্ভুত দৃশ্যে নামতে হবে ভাবিনি কখনো!

জাখারভনা (বিরসমুখে ঢুকে): লোকটা চা চায় না। নিয়ে আসব ওকে?

মাস্তাকভ: হ্যাঁ।

সফিয়া মারকভনা: দেখলেন তো, আমাকে ও লক্ষ্য করেনি। এবার সাবধান, চটে উঠবেন না!

মাস্তাকভ: যদি আমার সঙ্গে ফাঁকে জড়িয়ে পড়েন তাহলে? তাহলে কী করব জানি না।

সফিয়া মারকভনা: চুপ! (লুকিয়ে পড়ল। ওর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল মাস্তাকভ। পর্দার আড়াল থেকে উঁকি মেরে সফিয়া মারকভনা হাসল।)

মাস্তাকভ (বিকৃতমুখে অল্প হেসে): মজার ব্যাপার মনে হচ্ছে বুঝি?

সফিয়া মারকভনা: বটেই তো। ভয়ের কিসসু নেই। চুপ! ওরা আসছে!

কে যেন দরজায় টোকা দিল। নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে বুড়ো আর মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে এল জাখারভনা। কোণের বিছানাটার দিকে ফিরে বুকে ক্রুশের চিহ্ন করল বুড়ো, হাওয়া শুঁকল।

মাস্তাকভ (মেয়েটির দিকে মাথা নাড়িয়ে): ওকে নিয়ে এলে কেন?

বুড়ো: ও সর্বক্ষণ সঙ্গে থাকে, আমার পাপের বোঝার মত।

মাস্তাকভ: চলে যেতে বলো ওকে। ওর সামনে তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমি রাজী নই।

বুড়ো (ধীরেসুস্থে একটা আরামকেদারায় বসে): না, গররাজী তুমি হবে না। ওকে ভ্রূক্ষেপ কোরো না। ও বোবা, মাটির মতন বোবা, মারধোর করলেও মুখ দিয়ে রা বেরোয় না। কিন্তু আমার গায়ে হাত দিলে হৈহৈ করে উঠবে।

মাস্তাকভ (মেয়েটি একটা চেয়ারের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে সকৌতূহলে চারিদিক দেখছে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে): বোসো।

বুড়ো: বসে পড় মারিনা। ডরো মাৎ। (চেয়ারের গদি টিপে দেখে) চেয়ারগুলো তো দেখছি পাখির পালকের মত। কিন্তু ঘরটা বড়ো অন্ধকার বাপু। আরো আলোর ব্যবস্থা করতে পারো না?

মাস্তাকভ: না।

বুড়ো: তুমি আছো আঁধারে। পেট ভরে খাচ্ছ, আরামের অভাব নেই, কিন্তু তবু আছো আঁধারে।

মেয়েটি: ঘরে বেশ একটা গন্ধ, বাচ্চার ঘামের মত।

বুড়ো: বাতির ঢাকনাটা খুলে দাও।

মাস্তাকভ: কেন?

বুড়ো: আরো আলো হবে। আলো ঢেকে রেখে কী লাভ? সেটা বোকামি। কী খাওয়াচ্ছ আমাকে?

মাস্তাকভ: ভদ্‌কা খাবে?

বুড়ো: ওরে বাবা! না। ভদকা আমাকে খাওয়াতে পারবে না। বেজায় সেয়ানা লোক তুমি, গুসেভ!..

মাস্তাকভ (ডেস্কে চাঁটি মেরে): কী বলবার আছে বলো!

বুড়ো (চমকে, একটু উঠে): ডেস্কে চাঁটি মারা বন্ধ করো, বাপু! আওয়াজটা ঠিক যেন বন্দুকের গুলির মত। জানলাগুলোর ওদিকে কী? দেখো তো মারিনা।

মাস্তাকভ: তোমার মতলবটা কী, আন্তন?

বুড়ো (মেয়েটিকে দেখতে দেখতে): উঠোন বুঝি?

মেয়েটি: হ্যাঁ। ওধারে রান্নাঘর...

মাস্তাকভ: কী চাও তুমি?

বুড়ো: আমার মত বুড়ো মানুষের কী চাওয়া উচিত। নিজেই জানি না।

মাস্তাকভ: খুলে বলে ফেলো। আর জ্বালিও না, আন্তন, আমাকে চটিও না।

বুড়ো: চটে যাও যদি?

মাস্তাকভ (উঠে পড়ে): তাহলে আমি, আমি...

বুড়ো (চেয়ারে হেলান দিয়ে): কী?

মেয়েটি: চেঁচাবেন না মশাই; চারদিকে লোকজন, ভালো দেখাবে না ব্যাপারটা। আর ওর কাছ থেকে দূরে থাকুন।

মাস্তাকভ: চুপ করো ছুঁড়ী!

বুড়ো: চুপ করো, মারিনা। ওকে আমি চিনি; বদরাগী বটে, তবে রাগ বেশীক্ষণ থাকে না। হৃদয়টা ওর সত্যি ভালো।

মাস্তাকভ: কী চাই তোমার, আন্তন?

বুড়ো: সেটা এখনো ঠিক করিনি। এত তাড়া কীসের? ভেবেচিন্তে দেখতে হবে।

মাস্তাকভ: কী পাজী লোক তুমি!

বুড়ো: সবাই আমরা এক গোয়ালের গরু।

বিরতি।

বুড়ো (মিহি, করুণ সুরে আরম্ভ করল, কিন্তু ক্রমে গলায় এল শ্লেষ ও ঔদ্ধত্যের ভাব): তাহলে, গুসেভ, আমরা মুখোমুখি হলাম আবার, আমরা দুজনে। দুজনেই পাপী, তবে আইনের শাস্তি মাথা পেতে মেনে নিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি আমি, আর তুমি, তুমি উচিত শাস্তির হাত এড়ালে। হাজতে আমি শুকিয়ে বুড়িয়ে গেলাম, আর তুমি আরামকেদারায় বসে টাকায় ফেঁপে উঠেছ। আর আজ আবার আমরা দুজনে মুখোমুখি হলাম। সাতটি বছর তোমাকে ঢুঁড়েছি — নিশ্চিত জানতাম তুমি বহালতবিয়তে আরামে আছ, সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ ছিল না আমার।

মাস্তাকভ: যা বলবার ভণিতা না করে বলো।

বুড়ো: তাড়া কীসের, জিভ ঝলসে যাবে — সুপ খাবার সময়ে বাচ্চাদের বলে না? তাড়া কোরো না, জিভ ঝলসে যাবে। হ্যাঁ, কী বলছিলাম... সব জায়গায় তোমাকে ঢুঁড়েছি। আইনের হাত এড়িয়ে যাওয়ার মত সাহস যার তাকে দেখার বড্ড ইচ্ছে ছিল। অন্যদের পাপের জন্য যীশু প্রাণ দিলেন, আর তুমি এমন কি নিজের পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলে না। সাহসী বটে!

মাস্তাকভ: কোন পাপ আমি করিনি — ভুল করে আমাকে সাজা দেয়।

বুড়ো: হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানা আছে — এ দুনিয়ায় লোকে যখন বলে দোষী, তখন সবাই এ কথাটা বলে। আমিও বলেছিলাম।

মাস্তাকভ: এ ক বছর সৎভাবে কাটিয়েছি।

বুড়ো: তাই বুঝি? না হে গুসেভ, ওতে চলে না। সৎ জীবনের আড়ালে পাপ ঢাকতে পারলে আমরা সবাই বাঁচি। কিন্তু সেটা কানুন নয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাহলে কে করবে? সনাতন আইন ভেঙেছিলেন বলে স্বয়ং যীশুকে ভুগতে হল। আইনে বলে: কিলটি খেলে চড়টি মারবে, কিন্তু যীশু বললেন, লোকে মন্দ করলে তার ভালো করবে।

মাস্তাকভ: অন্যদের কম উপকার আমি করিনি।

বুড়ো: সেটা বলতে পারি না। লোকে থাকে বরাবরকার মত, থাকে দুঃখে দারিদ্র্যে আর পাপের পঙ্কে। আর ওদের হাল যেন ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে, লক্ষ্য করেছ, গুসেভ?

মাস্তাকভ: আমার কাছে কী চাও তুমি? কী চাও?

মেয়েটি: থামাবেন না ওকে, বাধা দেবেন না — দিলে ওর খারাপ লাগে।

মাস্তাকভ: আস্তন!

বুড়ো: আমার নাম পির্তিরিম। আর কী চাই, আঁচ করো কী চাই। তুমি আমি এক গোত্রের লোক, অথচ বারো বছর ধরে শহীদের মত মুখ বুজে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলাম আমি, আর তুমি, তুমি কিনা শাস্তি এড়িয়ে গেলে!

মাস্তাকভ: তাহলে আমাকে ধরিয়ে দিতে চাও? তুমি চাও ওরা আমাকে পাকড়াক?

বুড়ো: কী চাই এখনো তো বলিনি।

মাস্তাকভ: বেশ, আমাকে ধরিয়ে দাও, সর্বনাশ হোক আমার। তাতে তোমার কী লাভ?

বুড়ো: সেটা বুঝব আমি।

মাস্তাকভ: তোমার জীবনের আর কটা দিন বাকি।

বুড়ো: সে কটা দিন ভালো করে বাঁচব তাহলে।

মাস্তাকভ: কাজকর্ম তো করতে পারবে না।

বুড়ো: তুমি আমাদের দুজনের জন্য যথেষ্ট খেটেছ।

মাস্তাকভ: আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও, আন্তন। আমাকে বিচার করার তুমি কে?

বুড়ো: তোমাকে বিচার করার অধিকার প্রত্যেকের। পালিয়ে গিয়েছিলে কেন? কষ্ট পেতে চাইলে না কেন?

মাস্তাকভ: বাঁচতে চেয়েছিলাম, কাজ করতে চেয়েছিলাম...

বুড়ো: কাজ করার চেয়ে কষ্ট পাওয়া পুণ্য।

মাস্তাকভ (সক্রোধে): কষ্ট পেয়ে কী এসে যায়? কী লাভ তাতে? কার উপকারটা হয়? বলো দেখি, শয়তান!

বুড়ো: দাঁত খিঁচিও না। সারা জীবন আমাকে দাঁত খিঁচুনি সইতে হয়েছে। তুমি এখন আমার হাতের মুঠোয়, ফাঁদে পড়া ঘুঘুর মত। খাসা একটা নীড় বেঁধেছ, জব্বর একটা রক্ষিতা জোগাড় করেছ, তাতে আমার কী এসে যায়...

মাস্তাকভ (প্রচণ্ড রাগে): কী বললে! চুপ! (বুড়োর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।)

মেয়েটি (জানলায় ছুটে গিয়ে): বাঁচাও!..

বুড়ো (ডেস্কের পিছনে মেঝেতে পড়ে গিয়ে): জানলাটা ভেঙে ফেলো, মারিনা!

সফিয়া মারকভনা (কোণ থেকে ঝট করে বেরিয়ে এল, মেয়েটিকে ডেস্কের গায়ে ঠেলে সরিয়ে মাস্তাকভের হাত ধরে): যান এখান থেকে! আর তুমি — তুমিও যাও, মেয়েটি!

বুড়ো (উঠে ভীতভাবে চারিদিকে তাকিয়ে): তাহলে তোমার এই মতলব!

মেয়েটি (বুড়োকে ধরে জড়োসড়োভাবে): কী কাণ্ড! নিজেদের আবার ভদ্দরলোক বলা হয়!

মাস্তাকভ (ছোটাছুটি করতে করতে): সফিয়া মারকভনা, আপনি এর মধ্যে আসবেন না, দোহাই আপনার!

সফিয়া মারকভনা: যান এখান থেকে! তুমিও যাও, বাপু।

বুড়ো: ও যাবে না।

মেয়েটি: আমি যাব না।

সফিয়া মারকভনা: ইভান ভাসিলিয়েভিচ, ওকে এখান থেকে নিয়ে যান। (বুড়োকে) আপনি বসুন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

বুড়ো (বেজারভাবে): আমি চাই না। কে আপনি? আপনাকে আমি চিনি না।

সফিয়া মারকভনা: পরিচয় দেওয়া যাক।

বুড়ো: আমিও চললাম।

সফিয়া মারকভনা: বসুন, বোকামি ছাড়ুন। ইভান ভাসিলিয়েভিচ, আপনাকে না যেতে বললাম? (বুড়োকে) মেয়েটিকে যেতে বলুন।

বুড়ো (ইতস্তত করে): বাইরে যাও, মারিনা, কিন্তু খুব কাছে থেকো, বুঝলে? আর শুনুন বিবি, আমাকে ভয় খাওয়াতে পারবেন না সেটা জেনে রাখা ভালো।

সফিয়া মারকভনা: জানি। ভয় পাইয়ে দেবার কোন শখ নেই। (মাস্তাকভ ও মেয়েটি যাবার পর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বুড়োর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল।) সংক্ষেপে বলুন: কী চান আপনি?

বুড়ো (ধাতস্থ হয়ে): আপনার কী মনে হয়?

সফিয়া মারকভনা: ওকে যন্ত্রণা দিতে চান? তাই কি? ওরা আপনাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, আর এখন ওকে যন্ত্রণা দিয়ে তার শোধ তুলতে চান? ঠিক বলছি না?

উত্তর না দিয়ে বুড়ো সফিয়া মারকভনার দিকে তাকিয়ে রইল।

সফিয়া মারকভনা: জীবনে ও উন্নতি করেছে, আপনি করেননি, তাই আপনার অত্যন্ত রাগ?

বুড়ো (অল্প হেসে): আমাদের সব কথা শুনে ফেলেছ তাহলে?

সফিয়া মারকভনা: দেখুন, ওকে আপনি যন্ত্রণা দিয়েছেন, যা দেবার দিয়েছেন।

বুড়ো (ব্যঙ্গ করে): যথেষ্ট দিয়েছি বুঝি? বেশ। অত্যন্ত সহজ ব্যাপার।

সফিয়া মারকভনা: আপনি যা কিছু দুঃখকষ্ট পেয়েছেন, যা কিছু ভুগেছেন, তার কথা একবার ভেবে দেখুন, তারপর নিজেকে জিজ্ঞেস করুন সুখে শান্তিতে, আরামে জিরোবার সময় আপনার হয়েছে কিনা।

বুড়ো: তাহলে তোমার বক্তব্যটা এই! ওতে আমি মজব ভেব না!

সফিয়া মারকভনা: কত গভীর আপনার আক্রোশ, প্রতিশোধ স্পৃহা কত তীব্র তা বুঝতে পারি।

বুড়ো: ভেবেছিলাম তুমি অন্য কিছু একটা বলবে — ভারিক্কি সেয়ানা কোন কথা। তোমার তেজ আছে মানছি, কিন্তু বুদ্ধি বিশেষ নেই।

সফিয়া মারকভনা: ভুল লোকের ওপর আপনি শোধ তুলছেন। আপনাকে ও তো ভোগায়নি।

বুড়ো: আমার যদি মনে হয় সবায়ের কাছে আমরা সবাই দায়ী, তাহলে?

সফিয়া মারকভনা: কথাটা ঠিক নয়, সমীচীনও নয়।

বুড়ো: আমি বলছি ঠিক।

সফিয়া মারকভনা: আপনি অন্যায় শাস্তি পেয়েছিলেন, তাই না?

বুড়ো (অল্পক্ষণ থেমে): তারপর?

সফিয়া মারকভনা: অন্যায় কষ্ট পাওয়া কাকে বলে আপনি জানেন, অন্য লোককে তাহলে কেন কষ্ট দিতে চান?

বুড়ো: বটে? তোমার গুসেভ পাপ করেছে, তবু বেহেস্তে যাবার সাধ, তাই না? বেহেস্ত কিন্তু ওর জন্য নয়! বেহেস্ত হল আমাদের মত দুর্ভাগাদের জন্য। বিধি হল তাই। আর গুসেভ — আমাকে যন্ত্রণা পেতে হলে তার দ্বিগুণ যন্ত্রণা ওকে পেতে হবে।

সফিয়া মারকভনা: কিন্তু কেন? আপনি ভয়ানক লোক দেখছি!

বুড়ো: তোমার মতলবটা ওকে বিয়ে করা, তাই না? শুধু নাগরের জন্য তুমি এতটা কাঠখড় পোড়াতে না কখনো। নাগর হল সখের ব্যাপার, কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম। মেয়েদের কথা আর বোলো না! তোমাদের সবায়ের

জলে ডুবে মরা উচিত, কিন্তু তোমাদের ডোববার মত ঘোলাটে পুকুর দুনিয়ায় নেই।

কোন কথা না বলে সফিয়া মারকভনা পায়চারি করতে লাগল।

বুড়ো (ওকে দেখতে দেখতে, ব্যঙ্গের সুরে): আর কী বলার আছে তোমার?

সফিয়া মারকভনা: ইভান ভাসিলিয়েভিচ লোক ভালো। সর্বদা অন্যদের সাহায্য করেন।

বুড়ো: স্কুল-ফুল তৈরী করা তো? স্কুল বানিয়ে কী লাভ, দরকার হল ভবঘুরেদের মাথা গোঁজবার জায়গা করা। লোকে এদিক সেদিক ঘুরে মরে, রাত কাটাবার মত আস্তানা দরকার ওদের।

সফিয়া মারকভনা: ওর সর্বনাশ করে আপনি সত্যি সত্যি খুসি হবেন, বলতে চান?

বুড়ো: তোমার দৌড় তাহলে এই? আর ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলে কিনা বীরদর্পে! বেড়াল যেন ছানা বাঁচাতে রুখে দাঁড়াল! সুখী লোক আমার দু চক্ষের বিষ। এত চিক্কণ ওরা, ধরা যায় না। ভিজে সাবানের মত আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিছলে যায়। যাক, মনে হচ্ছে তুমি আমাকে বাগ মানাতে পারবে না।

সফিয়া মারকভনা (হতাশায়): আপনার মন কি কিছুতেই গলবে না?

বুড়ো (অল্প হেসে): আমাকে সাদি করে ফেলো, চুমু খাও, পীরিত করো আমার সঙ্গে...

সফিয়া মারকভনা: জানোয়ার!

বুড়ো: তাহলে হয়ত মন গলবে। আর যদি জানোয়ার বলো, কথাটা আগে শুনেছি। বলতে চাও, বলো। জানোয়ার হয়ে আমার দিন মন্দ কাটে না।

সফিয়া মারকভনা: কী সাংঘাতিক! কী বিদ্বেষ...

বুড়ো: খারাপ লাগছে? তাহলে এখানে দাঁড়ি টানা যাক। ভবি ভোলবার নয়। অনেক দিন হল মানুষে আমার ঘেন্না, আর তোমার মত সুন্দর ফিটফাট লোককে সবচেয়ে বেশী ঘেন্না করি।

সফিয়া মারকভনা (চাপা আর্তনাদে): মানুষের মত কিছু কি নেই আপনার?

বুড়ো: আছে, আছে। সেটা বের করার কোরশিস করো। কিন্তু তা তো করবে না। তা তুমি করবে না। আমাকে শান্ত করার জন্য কী করতে পারো? কিস্‌সু না। তোমার কোন কথায় গলছি না। খুব বেশী দিন আমি বাঁচব না, আর যে কদিন আছে সেগুলো দুঃখের। সারা যৌবন কেটেছে নির্বাসনে, সেখানে শরীরের শক্তি ফেলে এসেছি। তখন মেয়েমানুষ দেখে ভালো লাগত না ভাবছ? লাগত। কিন্তু তবু বারোটা বছর কোন মেয়ের বুকে পর্যন্ত হাত দিইনি। তোমার জন্য, তোমার প্রাণের নাগরের জন্য দিবানিশি হাড়ভাঙা খাটুনি গিয়েছে। শিঁটকে উঠছো কেন? সত্যি কথা শুনলে বেজায় খারাপ লাগে, তাই না?

সফিয়া মারকভনা: যার ওপরে শোধ তুলছেন সে আপনার সর্বনাশ করেনি। বিশ্বাস করুন, তাতে তার কোন হাত নেই।

বুড়ো: কে দোষী বের করার সময় নেই... গুসেভের কথা যদি বলো, ওকে এবার ধরে ফেলেছি — ফাঁদে পা দিয়েছে ঘুঘু। ও পুরো শাস্তি ভোগ করেনি। কেন করেনি? আমি তো করেছিলাম। ওকে বিচার করার আমি কে? হ্যাঁ, আমি ওর হাকিম। ধর্মের অবতার নিষ্ঠুর হাকিম। এতদিন আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, আর এখন টাকা দিয়ে কিনে ফেলতে চায়? সেটি হবে না বাপু! কখ্‌খনো হবে না, কখ্‌খনো না! আমার এক ফোঁটা চোখের জলের বদলে তাল তাল সোনা দিলেও না। আমাকে যেতে দাও। অনেক হয়েছে, আর নয়!

সফিয়া মারকভনা: আপনার বুকে দয়া বলে কিছু নেই, ছিটে ফোঁটা নেই?

বুড়ো: ঢের হয়েছে, আর না! আমাকে বাগাতে পারবে না। আমার জীবন কেটেছে নিষ্ঠুরতার মধ্যে। (দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।) কী ভাবে কোণটা থেকে ঝট করে বেরিয়ে এসেছিলে! ভেবেছিলাম সবকিছু খতম হয়ে গেল, এতদিনে আমার জোড়া মিলল। (হাসল। দোরগোড়ায় দেখা গেল মাস্তাকভ ও মেয়েটিকে।) গুসেভ, আমি পরেশান। ঘুমোবার সময় হয়েছে। পথটা দেখিয়ে দাও তো। রান্নাঘরের বুড়ীটা বড়ো পাজী, অতিষ্ঠ করে তোলে।

মেয়েটি: চলো ভাই, বিছানা পাতা আছে।

বুড়ো: নিজেকে বাঁচাবার জন্য বেড়ে মেয়ে জোগাড় করেছ, গুসেভ। বেড়ে চেহারা — সচরাচর এমনটা দেখা যায় না। আদালতে ওকে দিয়ে তোমার কোন কাজ হবে না, কিন্তু চেহারাটা খাসা মানতেই হবে। (সফিয়া মারকভনাকে): ওকে যখন সাইবেরিয়ায় পাঠাবে তখন সঙ্গে যাবে? তা যাবে না, গুসেভ। পুরুষেরা খানায় পড়লে মেয়েরা কেটে পড়ে... ভগবানের কাছে হাতপা বাঁধা তোদের, তোদের দেখলে আমার বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। (বেরিয়ে গেল।)

মাস্তাকভ (নিচু গলায়): আপনি বাড়ি যান, সফিয়া মারকভনা।

সফিয়া মারকভনা: আপনি থামুন। লোকটা কী ভয়ংকর! ওরা ওকে কী করে ছেড়েছে দেখুন একবার! শুনুন, আমি সহরে যাচ্ছি, পরামর্শ করার জন্য। সরকারী উকিল আমার বন্ধু লোক... কাল আসব... বরঞ্চ আপনি আমার ওখানে এলে ভালো হয়। হ্যাঁ, তাই করুন। আপনার এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার। বুড়োটা একেবারে শয়তান, কী রকম ভাবে তাকায়! চোখদুটো কেমন! মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেছেন?

মাস্তাকভ: বলেছি। মেয়েটা কলের পুতুলের মত।

সফিয়া মারকভনা: বোকা?

মাস্তাকভ: প্রাণহীন... কিছুতে কিছু হবে না, সফিয়া মারকভনা, করার কিছু নেই আমাদের। মানুষের বিচার... মানুষ বড়ো কঠোর প্রকৃতির। এককালে সাধুপুরুষদের জীবনী পড়তাম। অদ্ভুত ভালো সব বই। সাধুপুরুষদের অনেকে এককালে পাপী ছিলেন, সেটা জেনে সান্ত্বনা পেতাম, মনে মনে বলতাম যে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করব, আমারো ক্ষমা মিলবে।

সফিয়া মারকভনা: কিন্তু পাপী আপনি কেন? আপনি বলছেন...

মাস্তাকভ (অল্প হেসে): নিজেই ঠিক জানি না। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে আমি খুন ডাকাতি করিনি, কিন্তু দেখছেন তো, লোকটা... হয়ত অন্য কিছু একটা দোষ করেছি। বলতে পারি না...

সফিয়া মারকভনা: ওর দণ্ড হয়েছিল কেন?

মাস্তাকভ: নারীধর্ষণের জন্য।

সফিয়া মারকভনা (শিউরে উঠে): উঃ। শুনুন, মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে দেখি।

মাস্তাকভ: উচিত হবে না মনে হয়।

সফিয়া মারকভনা: ওকে নিয়ে আসুন। লোকটার মুখ দু তিন দিনের জন্য বন্ধ রাখতে হবে।

মাস্তাকভ: যদি কিছু ঘটে তাহলে তানিয়াকে আপনার কাছে রাখবেন...

সফিয়া মারকভনা: ও সব কথা ছেড়ে দিন...

মাস্তাকভ: তানিয়া এত অসহায়...

সফিয়া মারকভনা: যান, মেয়েটাকে নিয়ে আসুন।

মাস্তাকভ (যেতে যেতে): কোন লাভ হবে না। নিজের ওপর ঘেন্না জন্মে গেছে আমার।

একা সফিয়া মারকভনা উত্তেজনায় পায়চারি করতে লাগল। চুল্লীর পাশের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল, ঘরে উঁকি মারল জাখারভনা।

জাখারভনা (ফিস ফিস করে): সফিয়া মারকভনা! (শুনতে পেল না সফিয়া মারকভনা।) সফিয়া মারকভনা!

সফিয়া মারকভনা (চমকে উঠে): কে? তুমি ওখানে সর্বক্ষণ ছিলে নাকি? কানে গিয়েছে কিছু?

জাখারভনা (ধরা গলায়): লোকটা আসার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম ভীষণ কিছু একটা ঘটবে। ইভান ভাসিলিয়েভিচের চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম। আর একটু পরে শুনলাম লোকটা ছুঁড়ীটাকে বলছে, "বেশ কিছু বাগিয়ে তবে আমরা এখান থেকে যাব!"

সফিয়া মারকভনা (কথাটা ঠিক বিশ্বাস করেনি): তাই বলল সত্যি শুনেছ? সত্যি?

জাখারভনা: সত্যি। বলল। "চোখজোড়া খোলা রেখো, বোকা। তোমার কপাল খুলবে এখানে।"

সফিয়া মারকভনা (উত্তেজিতভাবে): সত্যি তাই বলল? ঠিক শুনেছ?

জাখারভনা: ডাহা সত্যি। লোকটাকে দেখে আমার ভয় করছে, তাই হামেশা ছায়ার মতন পিছু পিছু ঘুরি, যা বলে সব শুনি।

সফিয়া মারকভনা (খুসি হয়ে): তাহলে ব্যাপারটা এই! দাম বাড়াবার জন্য তাহলে হতচ্ছাড়াটা আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল!

জাখারভনা: সফিয়া মারকভনা!..

সফিয়া মারকভনা: মেয়েটাকে নিয়ে এস ত।

জাখারভনা (মৃদুকণ্ঠে): অন্য ভাবে বুড়োটাকে সরালে ভালো হয় না?

সফিয়া মারকভনা: কী ভাবে?

জাখারভনা: আমি জানি। জিনিসটা আমার কাছে আছে...

সফিয়া মারকভনা (বিরক্ত হয়ে): খুলে বলো তো কী। কী ভাবে?

জাখারভনা: ইঁদুর-মারা বিষ...

সফিয়া মারকভনা (হতচকিতভাবে): আর্সেনিক?

চোখ মুছে জাখারভনা মাথা নাড়ল।

সফিয়া মারকভনা (মৃদুকণ্ঠে, বিভীষিকায়): কী বলছ! অসম্ভব!

জাখারভনা: যা করার আমি করব।

সফিয়া মারকভনা: ওটা অপরাধ, পাপ, ওটা খুন!

জাখারভনা (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে): জানি!

সফিয়া মারকভনা: আর তুমি, তুমি ভালোমানুষ, তুমি এটা করবে? পাগল হয়ে গিয়েছ নাকি?

জাখারভনা: আর কী ভাবে তাহলে বুড়োটার হাত থেকে ছাড়ান পাবেন? পরিবারটার সর্বনাশ করে ছাড়বে লোকটা, সবকিছু নিয়ে নেবে। কিছুতেই ছাড়বে না বেটা। ওর মত লোক খুব চিনি আমি: ভণ্ড তপস্বী সব, ভগবানের নাম করে যা-তা করে বেড়ায়।

সফিয়া মারকভনা: যা বলছ তাতে রাজী হয়ে যাব তুমি সত্যি ভেবেছিলে? না, বাজিয়ে দেখছিলে আমাকে?

জাখারভনা: আপনাকে বাজিয়ে দেখব আমি? হায় ভগবান!

সফিয়া মারকভনা: কেন তাহলে...? তুমি কি ভেবেছিলে ইভান ভাসিলিয়েভিচ ওটা করতে পারেন?

জাখারভনা: বললাম তো আমি নিজে করব...

সফিয়া মারকভনা (ভীত হয়ে): হে ভগবান! কী সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার সব!

জাখারভনা: আপনি বুদ্ধিমতী, অনেক বই পড়েছেন — ওই পোকাটাকে কি সত্যি সত্যি আপনি...

সফিয়া মারকভনা (প্রায় কেঁদে ফেলে): কিন্তু ওটার মানে খুন, সেটা তোমার মাথায় ঢুকছে না?

জাখারভনা: বুড়োটাকে ওর খুসিমত করতে দিলে ছেলেমেয়েদের কী দশা হবে? তানিয়ার অপমানের কথাটা ভেবে দেখুন একবার! আর পাভেল! ও তো একেবারে গোল্লায় যাবে। ওদের জীবন এখনো সুরু হয়নি। আর আপনার কী হবে?

সফিয়া মারকভনা: অসম্ভব! এরকম কথা ভাবতে পর্যন্ত মানা করছি তোমাকে, শুনছ! আর্সেনিকটা এখ্‌খুনি আমাকে দিয়ে দাও।

জাখারভনা: কিন্তু কাজ হাঁসিল তো আপনি করবেন না।

সফিয়া মারকভনা (সক্রোধে): যাও এখান থেকে। তোমার মাথাটা একেবারে গিয়েছে! আমি ওটা করব ভাবছ, কী আস্পর্ধা! তোমার মাথাটা একেবারে বিগড়ে গিয়েছে দেখছি, বুড়ী।

কিছু না বলে জাখারভনা দাঁড়িয়ে রইল।

সফিয়া মারকভনা (আগেকার চেয়ে শান্তভাবে): তোমার সব বিদঘুটে ফন্দীতে সবায়ের সর্বনাশ বাঁধাবে দেখছি। যাও, মেয়েটাকে ডেকে নিয়ে এসো।

দরজায় টোকা পড়ল। মেয়েটিকে নিয়ে এল মাস্তাকভ।

সফিয়া মারকভনা (মাস্তাকভকে): এদিকে আসুন। (একপাশে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল।) জাখারভনাকে চোখে চোখে রাখবেন। বুড়োটাকে বিষ খাওয়াতে চায় ও। ওর কাছে আর্সেনিক আছে...

মাস্তাকভ: গতিক ক্রমশ খারাপ হচ্ছে দেখছি।

সফিয়া মারকভনা: ওকে নিয়ে বাইরে যান।

মাস্তাকভ (চলে যেতে যেতে): চলো, জাখারভনা।

সফিয়া মারকভনা (মেয়েটিকে): বোসো।

মেয়েটি: ঠিক আছে।

সফিয়া মারকভনা: বোসো দয়া করে।

হেসে মেয়েটি একটি আরামকেদারায় বসল, গদি ছুঁয়ে দেখতে লাগল।

সফিয়া মারকভনা: তোমার অভিভাবক...

মেয়েটি: বুড়ো, আমার ভাই।

সফিয়া মারকভনা: উনি এ বাড়ির কর্তার সর্বনাশ করতে চান। সেটা জানো?

মেয়েটি: জানি বইকি।

সফিয়া মারকভনা: তুমিও তাই চাও?

মেয়েটি: আমি? আমি চাইব কেন? ওঁকে আমি চিনি না।

সফিয়া মারকভনা: ওর জন্য তোমার দুঃখ হচ্ছে না?

মেয়েটি: আত্মীয়স্বজনের জন্যই লোকে দুঃখ পায় না, তার ওপর আবার...

সফিয়া মারকভনা: তোমার বিয়ে হয়েছে?

মেয়েটি: না।

সফিয়া মারকভনা: তোমার বয়স কম। জীবনের অনেকটা এখনো তোমার সামনে পড়ে আছে।

মেয়েটি: ভগবান যদি চান তাহলে।

সফিয়া মারকভনা (লাফিয়ে উঠে হতাশায় নিজের মনে ফিসফিস করতে করতে দ্রুত পায়চারি করতে লাগল): আমার অসাধ্য... কী করে করব জানি না... দয়া করো হে ভগবান! আমার দ্বারা হবে না।

মেয়েটি (হেসে): আপনার ফ্রকটা বেশ। আর জুতোগুলোও।

সফিয়া মারকভনা (ওর কাছে গিয়ে): বুড়োকে বলতে তোমাকে বলব ভাবছিলাম। এ রকম একটা খারাপ কাজ ওকে করতে দিও না।

মেয়েটি: ও বড়ো নাছোড়বান্দা।

সফিয়া মারকভনা: অন্য লোকের সর্বনাশ করে তোমাদের কী লাভ? অন্যদের বিচার করার, শাস্তি দেবার অধিকার আমাদের কি আছে?

মেয়েটি: অবিশ্যি আছে। ওরা আমাকে তো সাজা দিয়েছিল।

সফিয়া মারকভনা (ভাঙা গলায়): দিয়েছিল বুঝি? কেন?

মেয়েটি: বাচ্চাটার জন্য। গোয়ালে জন্মেছিল, এত ঠাণ্ডা সেখানে যে বাচ্চাটা হিমে মারা গেল। ওরা বলল আমি ওর গলা টিপে মেরেছি, আমাকে জেলে পাঠাল।

আবার সফিয়া মারকভনা পায়চারি সুরু করল।

মেয়েটি: যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন। বুড়ো আমাকে চোখের বাইরে রাখতে চায় না।

সফিয়া মারকভনা (ওর কাছে গিয়ে, হতাশায় করুণ স্বরে): আর কিছু বলার নেই, যা বলার বলেছি। শুধু তোমার সাহায্য ভিক্ষা করতে পারি, বুড়োকে অনুরোধ করো যেন আমাদের কোন ক্ষতি না করে। যত চাও টাকা দেব।

মেয়েটি (অবিশ্বাসের সুরে): কাকে? আমাকে?

সফিয়া মারকভনা: হ্যাঁ, তোমাকে।

মেয়েটি: বুড়ো আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবে।

সফিয়া মারকভনা: ওকে ত্যাগ করো।

মেয়েটি: কোথায় যাব? আমাকে ঠিক ধরে ফেলবে। লোকটা নাছোড়বান্দা। না, যদি আমাকে টাকা দিতে চান, তাহলে অন্য কোন উপায়ের কথা ভাবতে হবে।

সফিয়া মারকভনা: তুমি মেয়েমানুষ...

মেয়েটি: আমি অবিবাহিতা।

সফিয়া মারকভনা: লোকজনকে করুণা করা উচিত তোমার, দয়ামায়া থাকা উচিত।

মেয়েটি: দয়ামায়ার জন্য মেয়েদের দণ্ড দিতে হয় অনেক। একবার দয়া দেখিয়েছিলাম, তার জন্য ন বছর ধরে নিজেকে শাপ দিচ্ছি।

সফিয়া মারকভনা: আমরা সবাই দুর্ভাগা...

মেয়েটি (প্রখর দৃষ্টিতে তাকিয়ে): মোটেই না। সবাই কেন দুর্ভাগা হতে যাবে? (জনান্তিকে) অবিশ্যি আপনাদের গোপন কথা জানা থাকলে মজুরীটা মন্দ মিলবে না। আমি হয়ত এমন কি... (অর্থপূর্ণ হাসিতে

সফিয়া মারকভনার দিকে তাকিয়ে) ওকে কিছু খাওয়াতে পারি... বুঝলেন তো...

সফিয়া মারকভনা (সন্ত্রস্ত হয়ে): কাকে?

মেয়েটি: যাকে হোক। টাকা থাকলে অনেক দূরে চলে যেতে পারি। ছেড়ে যেতে পারি ওকে। যা বাঁচার বুড়ো তো বেঁচেছে।

সফিয়া মারকভনা: ও তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে?

মেয়েটি: সব সময় না।

সফিয়া মারকভনা: তুমি ওর কে হও? আত্মীয়?

মেয়েটি (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে): পোষা কুকুর। রাস্তায় দেখলাম ওকে, পিছু পিছু চললাম কুকুরের মত। দরকারের সময়ে আদর করে, বিরক্ত হলে চড়টা চাপড়টা মারে। দরকার হলে লোকে নরম হয়ে থাকে, কিন্তু মনে মনে ওরা সবাই বুনো জন্তু। আচ্ছা, এখানকার কর্তা কি আপনার পীরিতের লোক?

সফিয়া মারকভনা: মানুষটা ভালো।

মেয়েটি: আমাদের কাছে কিছু চাইবার সময় সবাই ভালোমানুষ। যাক গে, আমি এবার যাই।

সফিয়া মারকভনা: তাহলে তুমি আমাকে সাহায্য করতে রাজী?

মেয়েটি: করলে ভালো হয় মনে হচ্ছে।

সফিয়া মারকভনা: ঠিক জানতাম তোমার মনটা নরম।

মেয়েটি: আমরা মেয়েরা — আমাদের মনটা দুর্বল। আসি। আপনাদের ওই বুড়ীটার সঙ্গে কথা বলব।

সফিয়া মারকভনা (অস্বস্তির সঙ্গে): ভেবেচিন্তে কথা বোলো ওর সঙ্গে। ওর মাথায় ছিট আছে।

মেয়েটি: বুড়ো বয়সে ওদের সব্বায়ের ওরকমটা হয়। কিন্তু মানুষটা ভালো। আপনার কাছে একটা জিনিস চাইবার আছে।

সফিয়া মারকভনা: কী বলো? যা খুসি চাইতে পারো।

মেয়েটি (ভিক্ষে চাওয়ার মত সুরে): আমার পরবার মত পুরোনো জামাকাপড় কিছু আছে আপনার? গোটা কয়েক জুতো? একটা ফ্রক যদি দেন — আপনি যেটা পরে আছেন সেরকম। কী সুন্দর ফ্রকটা!

সফিয়া মারকভনা (বিস্মিত হয়ে): কিন্তু... কিন্তু তুমি... আচ্ছা, বেশ। ফ্রক দেব তোমাকে — একটার বেশী। জুতোও দেব।

মেয়েটি: আপনার দয়ার কথা তাহলে কখনো ভুলব না!

তানিয়া (ভিতরে এসে): এখানে এটি কী করতে?

সফিয়া মারকভনা: পরে বলব, তানিয়া।

মেয়েটি: ইনি বুঝি কর্তার মেয়ে?

সফিয়া মারকভনা: হ্যাঁ।

মেয়েটি: আর যার কোঁকড়াচুল সে বুঝি ছেলে?

তানিয়া: এ কী চায়?

সফিয়া মারকভনা: তানিয়া লক্ষ্মীটি, একটু সবুর করো।

মেয়েটি: একটি ছেলে আর একটি মেয়ে! আপনার পক্ষে ব্যাপারটা সহজ নয় মালুম হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আপনারো হৃদয়টা দুর্বল, তার কীসে যে লাভ জানা নেই। (বেরিয়ে গেল।)

তানিয়া (বিস্মিত হয়ে): সে আবার কী? কী বলল ও? আপনার হাত দেখছিল বুঝি?

সফিয়া মারকভনা (তাড়াতাড়ি): হ্যাঁ, আমার হাত দেখছিল। তোমার কী হয়েছে বলো তো? দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা নিয়ে তুমি বিচলিত।

তানিয়া (বিভ্রান্তভাবে): জানি না কী হয়েছে। ভয় করছে। কী একটা সর্বনেশে বিপদের কথা জাখারভনা বিড়বিড় করে বলছে।

সফিয়া মারকভনা (ভীতভাবে): কী বিপদ?

তানিয়া: জানি না। জাখারভনা সর্বক্ষণ হয় আমার পেছনে লাগে নয় ভয় দেখায়। বাড়িটাতে আমার গা ছমছম করে ওঠে... পাভেল আপনার প্রেমে পড়েছে।

সফিয়া মারকভনা: যা-তা কী বকছ!

তানিয়া: সত্যি প্রেমে পড়েছে। তাই তো সব সময়ে খিটখিট করে। প্রেমে পড়লে সবায়ের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় কিনা! আপনার দস্তানাজোড়ায় চুমু খায় পাভেল। ওর কানদুটো মলে দেন না কেন?

সফিয়া মারকভনা: বিদঘুটে গোলমেলে কাণ্ড বটে!

তানিয়া: অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে। আজকের দিনটা বীভৎস। স্কুল থেকে পাস করা মেয়ে আমি, তবু মাথামুণ্ড কিছু বুঝছি না। অথচ জাখারভনা, ও লেখাপড়া জানে না, কিন্তু সবকিছু বোঝে। কী বিপদের কথা ও বারবার বলছে?

সাফিয়া মারকভনা (ক্রুদ্ধভাবে): বুড়ীর ঘটে কোন বুদ্ধি নেই। দাঁড়াও, আমি এখ্খুনি ওকে বলে আসছি। (দরজার দিকে গেল।)

তানিয়া: দাঁড়ান! আপনাকে জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম... না, দৌড়ে চলে গেছেন দেখছি। কী অশোভন! (ডেস্কে গিয়ে উপরের জিনিসগুলো গোছাতে গোছাতে গুনগুন করতে লাগল।)

পাভেল: বাবা কোথায়?

তানিয়া: জানি না। পাভেল, আজ সবাই এত চিড়বিড় করছে কেন?

পাভেল: তাতে তোমার দিবাস্বপ্নের কি কোন ব্যাঘাত হচ্ছে? আসল বাঁচার বদলে খালি স্বপ্ন দেখো তুমি।

তানিয়া: আর বাঁচা মানে? মেয়েদের দস্তানায় চুমো খাওয়া?

পাভেল: মেয়েদের দস্তানায় কে আবার চুমু খেল?

তানিয়া: তুমি, আর কে।

পাভেল: বেকুব!

তানিয়া: গালাগালি দিও না বলছি!

পাভেল: পেটানো উচিত তোমাকে।

তানিয়া: যাও।

পাভেল: তুমি যাও — গোল্লায় যাও।

তানিয়া: (কাঁদো কাঁদো হয়ে): তাই যাব। কী ভীষণ ছেলে তুমি!

পাভেল: ছিঁচকাঁদুনে। (তানিয়া চলে গেলে সিগারেট খেতে খেতে ক্রোধান্বিতভাবে পায়চারি করতে লাগল। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, কান খাড়া করে শুনে সাবধানে গেল জানলার কাছে।)

বুড়ো (জানলার বাইরে): সোহাগ করতে এলে বিশ্বেস কোরো না ওদের। কোণঠেসা হলে সবাই নানারকম কথা দেয়।

চোরের মত চারিদিকে তাকিয়ে পাভেল উদভ্রান্তভাবে হাসল একবার, চুলে আঙুল চালিয়ে আবার শুনতে লাগল।

বুড়ো: ওকে ভালো করে চিনি... যৌবনে ও এরকমটা ছিল।

মাস্তাকভ ঘরে এল, পাভেলকে দেখে কাছে গেল তার। টের পেল না পাভেল।

মাস্তাকভ (পাভেলের কাঁধে হাত রেখে): কী করা হচ্ছে এখানে?

পাভেল (থতমত খেয়ে): কিছু না। (সভয়ে মাস্তাকভের দিকে তাকিয়ে দরজার দিকে গেল। জানলা দিয়ে বাইরে একবার তাকিয়ে মাস্তাকভ তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ডাকল।)

মাস্তাকভ: পাভেল! পাভেল!..

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে পাভেল চলে গেল।

মাস্তাকভ: তাহলে ও জানে! বেশ, কী এসে যায়...

যবনিকা

চতুর্থ অঙ্ক

মাস্তাকভের বাড়ির খিড়কির দিক। ঝকঝকে জ্যোৎস্না। সিঁড়ির ধাপে বসে তানিয়া ও জাখারভনা, কী একটা চিবোতে চিবোতে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। বাঁ দিকে বেড়া-দেওয়া বাগান, একটা গেট দিয়ে বাগানে যাওয়া যায়। প্রবেশপথের বাঁ দিকে রান্নাঘরের জানলা, আলো জ্বালানো; ডান দিকে মাস্তাকভের ঘরের কয়েকটি জানলা। জানলাগুলোর নিচে একটি বেঞ্চি।

তানিয়া: বলো না।

জাখারভনা: অ্যাঁ?

তানিয়া: থামলে কেন, গল্পটা বলো।

জাখারভনা: কোথায় যেন থামলাম... মনে পড়ছে না... হ্যাঁ, একসঙ্গে তিনজনাকেই ভালোবাসতাম।

তানিয়া: তিনজনকে কেন?

জাখারভনা: নয়ই বা কেন? তিন-চার, কিস্সু এসে যায় না তাতে। তাছাড়া, আমার বরকেও ভালোবাসতাম। লোকটার জন্য কী দুঃখুটাই না হত! যতবার কারো সঙ্গে কারবার চালাতাম ততবার ওর জন্য দুঃখুতে বুক ফেটে পড়ত, কেঁদে কেঁদে চোখজোড়া খসে পড়ত যেন। মনে মনে বলতাম: "হ্যাঁরে, ও তোকে নিজের খাস ইস্তিরি বলে ধরে নিয়েছে আর তুই অন্য মিন্সের সঙ্গে কারবার চালাচ্ছিস!" আর তা ভেবে ওকে আরো বেশী ভালোবাসতাম, পেয়ার করার সীমে ছিল না!

তানিয়া: ওরকমটা করা কি উচিত?

জাখারভনা বয়স হলে সেটা নিজে টের পাবে, বাছা।

তানিয়া: সব মেয়েরা ওরকম করে?

জাখারভনা: একটু বেপরোয়া হলে সবাই করে। যৌবনে আমি বেজায় বেপরোয়া ছিলাম কিনা।

তানিয়া: প্রথমে কাকে ভালোবেসেছিলে?

জাখারভনা: জরিপ করত লোকটা। রসালো লোক, একেবারে কাঁঠালের মত। দুটো ভাই ছিল আমার, বেজায় কড়া। ওদের কানে গেল লোকটা আমার সতীত্বনাশ করেছে, তারপর ওকে মাছ ধরতে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মারল।

তানিয়া (চিন্তান্বিতভাবে): কী সহজে বললে কথাটা!.. ভয় করছে না...

জাখারভনা: তার মানে?

তানিয়া: তুমি যা বলো সেগুলো আসলে ভয়ঙ্কর, কিন্তু ভয়ঙ্কর শোনায় না মোটেই।

জাখারভনা: ভয়ঙ্কর বুঝি? আমি তো পীরিতের কথা বলছি।

তানিয়া: ওর জন্য তোমার কষ্ট হয় না?

জাখারভনা: কার জন্য?

তানিয়া (বিরক্ত হয়ে) উঃ! জরিপ যে করত তার জন্য।

জাখারভনা: কেঁদে কেটে চোখ খসে পড়েছিল। তখন বয়স ছিল কম, মনটা ছিল নরম। মেয়েমানুষের মন নরম না হয়ে যায় না, পোড়া কপাল! বেটাছেলের সঙ্গে পীরিত করার জন্য আমাদের জন্ম, আর তাই করি। মাঝে মাঝে পীরিতটা কালকূটের চেয়ে খারাপ কিন্তু তবু না খেয়ে উপায় নেই। কারো জন্য দুঃখু হয়, কাউকে ভয় পাই, কাউকে দেখতে ভালো আর তাই সব কটাকে ভালোবাসি।

পাভেল (দোরগোড়ায় মেয়েটির পিছন থেকে): বুড়ী, সেই একই কথা বলা হচ্ছে আবার? আর তানিয়া, লজ্জা করে না তোমার? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি! (অদৃশ্য হয়ে গেল।)

জাখারভনা (ব্যঙ্গের সুরে): কী ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিল ছোঁড়াটা। সর্বক্ষণ কাছে কাছে ঘোরে, ভূতের মত। একই কথা বটে! আর কী নিয়ে কথা কইব? বই-পড়া বিদ্যে তো আমার নেই — নিজের জীবন ছাড়া আর কিছু জানি না।

তানিয়া: বলল আমার লজ্জা পাওয়া উচিত, কিন্তু সহরে ওর নিজের একটা ছুঁড়ী আছে।

মেয়েটি: কেলেঙ্কারী করে ওরা, দোষ দেয় আমাদের।

জাখারভনা: তোমার ওই বাউণ্ডুলে বুড়োটা ঘুমিয়ে পড়েছে?

মেয়েটি: শুয়ে আছে।

তানিয়া (মেয়েটিকে): তুমি কী গনৎকার?

মেয়েটি: মানে? তাস দেখে বলা?

তানিয়া: তাস কিম্বা হাত দেখে।

মেয়েটি: ওরে বাবা, না! ওটা পাপ! আমি বেদেনী নই।

তানিয়া: তুমি না সফিয়া মারকভনার হাত দেখেছ?

মেয়েটি: না। হাত দেখার কথা স্বপ্নেও ভাবি না।

জাখারভনা (সন্ত্রস্ত হয়ে): ওরা, ওরা দুজনে এমনি কথা কইছিল।

তানিয়া: না, কইছিল না। সফিয়া মারকভনা নিজে আমাকে বলেছেন। তুমি একটা কিছু আমার কাছে চেপে যাবার চেষ্টা করছ।

জাখারভনা: তোমার মত সেয়ানা মেয়ের কাছে কী চাপব? ছাইভস্ম কী বলছ! সবকিছু তুমি নিজেই আঁচ করে নিতে পার।

বুড়ো (বারান্দায় এসে): কী নিয়ে কথা হচ্ছে তোমাদের?

জাখারভনা: নদনদী সরোবর নিয়ে, ঘুঘু ঘুঘুনি নিয়ে, আকাশ নিয়ে, কী করে পীরিত করতে হয় তা নিয়ে...

বুড়ো: ঠাট্টা তামাসার বয়স তোমার পেরিয়ে গিয়েছে।

জাখারভনা: সারা জীবনটা রঙ্গরস করে কাটিয়েছি।

তানিয়া: আমাদের কী করা উচিত বলবার ও কে? আশ্চর্য!

বুড়ো: আবার তোমার নষ্টামি চালিয়েছ, বুড়ী! দিদিমণিকে যা সব নোংরা কথা বললে কানে গেছে।

জাখারভনা: নষ্টামি আবার কী! ওর নষ্টামির কী দরকার? ও তো বেদেনী নয়, ঘোড়া-চোরও নয়।

তানিয়া: আমরা কী করি না করি তোমার বলার কী অধিকার আছে? সেটা শুনতে চাই।

জাখারভনা: তুমি তো ধম্মপুত্তুর, তোমার কী বলার আছে শুনি।

বুড়ো: ছেঁদো কথা আমি বলি না।

জাখারভনা: তাহলে সত্যি কথাটি বলো।

বুড়ো: সত্যি কথা কে শুনতে চায় আবার? (সিঁড়ি বেয়ে নেমে দাঁড়াল, আকাশের দিকে তাকিয়ে বাগানের বেড়ার কাছে গেল।)

তানিয়া: কী বিশ্রী লোক! ভাবটা এমন যেন বাড়িটা ওর।

জাখারভনা: শুতে গেলে হয় না, তানিয়া? রাত্তির হয়েছে।

তানিয়া: ইচ্ছে করছে না।

জাখারভনা: তাহলে... তাহলে গিয়ে আমার শালটা নিয়ে এসো। ঠাণ্ডা লাগছে। এই তো লক্ষ্মী মেয়ে।

তানিয়া: আচ্ছা... সেয়ানা বুড়ী! (বেরিয়ে গেল।)

জাখারভনা (মৃদুকণ্ঠে মেয়েটিকে): কী বলো তুমি?

মেয়েটি: তোমরা সব্বাই লম্বাই-চড়াই কথা দাও।

জাখারভনা: আমরা সবাই... তার মানে? আমি ছাড়া আর কারোর এটা জানা চলবে না।

মেয়েটি: সেই মহিলাটি? তিনিও আমাকে বলছিলেন।

জাখারভনা (ভীত হয়ে): তিনি? তিনি বলতে পারেন না!

মেয়েটি: বলেছিলেন।

জাখারভনা (উৎকণ্ঠিতভাবে): হায় কপাল! কিন্তু শোনো, জীবনে এরকম সুযোগ একবারই শুধু আসে। আমার বয়স হয়েছে, আমার কথাটা শোনো...

পাভেল (রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে): ওর কথায় কান দিও না। কমবয়সীদের কথা শোনো।

মেয়েটি: তোমার কথা শোনার সময় আসেনি।

পাভেল: চলো আমার সঙ্গে বাগানে।

মেয়েটি: ভয় পাই তোমাকে।

পাভেল: শুধু আমাকে কেন?

মেয়েটি: তোমার চুল এত কোঁকড়া।

পাভেল: আসবে আমার সঙ্গে?

মেয়েটি: গেলে হয় মনে হচ্ছে।

জাখারভনা: হায় ভগবান, রেহাই পাবার কোন পথ নেই দেখছি। কিছুতেই ওকে থামানো যাবে না!

বুড়ো (ফিরে এসে, বাগানে উঁকি মেরে দেখে): কার সঙ্গে ঘুরছে ও?

জাখারভনা: কর্তার ছেলের সঙ্গে।

বুড়ো: ঘুমোতে যাচ্ছ না কেন, ডাইনী?

জাখারভনা: তুমি যাচ্ছ না কেন? (উঠে পড়ল।)

জবাব না দিয়ে বুড়ো মাস্তাকভের জানলার নিচে বেঞ্চিতে বসে পড়ল। অগ্নিদৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে জাখারভনা রান্নাঘরে চলে গেল।

মাস্তাকভ (জানলায়): আস্তন!

বুড়ো (চমকে উঠল, কিন্তু দাঁড়াল না, ফিরে তাকাল না পর্যন্ত): কী?

মাস্তাকভ: কী করবে ঠিক করলে?

বুড়ো: তোমাকে বেশ একচোট নাড়া দিয়েছি, কী বলো, গুসেভ? খাঁচাছাড়া একেবারে!

মাস্তাকভ: তাতে বুঝি খুব আনন্দ হচ্ছে?

বুড়ো: পাথরের বাসাটা বানাতে বেশ কয়েক বছর লেগেছে তোমার, আর আমি এক নিমেষে সেটা ধূলিসাৎ করে দিলাম। কার শক্তি বেশী, ধনী লোক তুমি, তোমার, না আমার, পথের ভিখিরির?

মাস্তাকভ: তুমি কী চাও? কী চাও বলো তো? শুধু আমার সর্বনাশ চাও?

বুড়ো: মাথায় জোরে একটা ঘা বসাও না কেন? ওপর থেকে সেটা করা সহজ।

মাস্তাকভ: একটা কথা শুধু মনে রেখো... তিন হাজার লোকের অন্নজল জোগাই আমি।

বুড়ো: তুমি চলে গেলে অন্য লোক জোগাবে। মনিবের অভাব হবে না ওদের।

মাস্তাকভ: সমাজে মান্যগণ্য লোক আমি।

বুড়ো: সমাজে হতে পার, কিন্তু ভগবানের চোখে?

মাস্তাকভ: সেটার বিচার ভগবান করবেন, তুমি না।

বুড়ো: তুমিও না।

মাস্তাকভ: কী চাও তুমি?

বুড়ো: কিছু সময় দাও। মনস্থ করে বলব। এই যে, তোমার মাতাল দোস্ত আসছে...

বাগান থেকে বেরিয়ে এল খারিতনভ, চেহারাটা উস্কোখুস্কো।
মাস্তাকভকে দেখতে পেয়ে তার কাছে গেল।

খারিতনভ: বাগানের ঘরটায় একটু জিরিয়ে নেবার জন্য হাতপা ছড়িয়েছি, ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ কাদের গলা কানে এল... চোখ মেলে ঘড়ির দিকে তাকালাম। প্রায় বারোটা বাজে! তার মানে, রাত্তিরটা এখানে কাটাচ্ছি।

মাস্তাকভ চলে গেল।

খারিতনভ: ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা বলতে হবে। (সিঁড়ির ধাপে বসে হাই তুলল।) বুড়ো, তুমি কী করে সময় কাটাও? যত্রতত্র গমন, ভগবানের গুণকীর্তন আর মুরগীহরণ?

বুড়ো: ভগবান আমাদের কাছে গুণকীর্তন চান না, চান অনুতাপ।

খারিতনভ: অনুতাপ? হুঁ। অনুতাপ করার মত আমার কিছু যদি না থাকে, তাহলে?

বুড়ো: কিছু যে নেই, আমি বিশ্বেস করি না।

খারিতনভ (সরোষে): আমার সঙ্গে এরকমভাবে কথা বলার মানেটা কী, বুড়ো বাউণ্ডুলে কোথাকার! তোমার সঙ্গে ভদ্রতা করছি, আর তুমি কি না...

বুড়ো (উঠে পড়ে সিঁড়িতে গিয়ে): পথ ছাড়ো।

খারিতনভ (আপনা থেকেই সরে গিয়ে): কী? ব্যাপারটা কী?..

খারিতনভকে পেরিয়ে বুড়ো চলে গেল, কোটের প্রান্ত লাগল খারিতনভের গায়ে।

খারিতনভ (গা ঝেড়ে): কুত্তাকা বাচ্ছা!

বাগান থেকে খোশমেজাজে বেরিয়ে এল পাভেল। তার পিছনে মেয়েটি।

খারিতনভ: এখানে ধন্না-দেওয়া বেয়াড়া বুড়োটা কে বলো তো?

পাভেল: বাবাকে ও অনেকদিন ধরে চেনে।

খারিতনভ: আমিও অনেকদিন চিনি।

পাভেল: বাবার যৌবনে চিনত...

খারিতনভ: তাতে কী এসে যায়?

পাভেল: বন্ধু ছিল দুজনে...

খারিতনভ (চিন্তান্বিতভাবে): বন্ধু? হুঁ। তোমাকে ও বলেছে বুঝি?

পাভেল: মেয়েটি বলল।

খারিতনভ (মেয়েটিকে নিরীক্ষণ করে): তাই বলল বুঝি? কেউ শুতে যাচ্ছে না কেন?

পাভেল: ইয়াকভ শুয়ে পড়েছে।

খারিতনভ: কোথায়?

পাভেল: আমার ঘরে।

খারিতনভ (একটু থেমে): এক গেলাস ক্‌ভাস কিম্বা চা পেলে মন্দ হত না।

পাভেল: রান্নাঘরে সামোভার ফুটছে।

খারিতনভ: মাঝরাতে? হুঁ।

উঠে রান্নাঘরে গেল, ইসারায় সঙ্গে আসতে বলল পাভেলকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেল পাভেল। সিঁড়ির কাছে মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল, মুখে স্বপ্নালু হাসির আবেশ। রান্নাঘরের জানলা থেকে উঁকি মারল জাখারভনা।

মেয়েটি: এদিকে এসো।

জাখারভনা: কেন?

মেয়েটি: কিছুক্ষণ থাকো না আমার সঙ্গে।

জাখারভনা: শুয়ে পড়ার সময় হয়েছে।

মেয়েটি: কিছু এসে যায় না তাতে। একটুখানি বোসো। (একটু থেমে) ছেলেটা...

জাখারভনা (উৎকণ্ঠিত): ছেলেটার আবার কী?

মেয়েটি: খাসা ছেলে। দরদ আছে।

জাখারভনা: তোমাকে কী বলল?

মেয়েটি: বলল, নানা কথা...

জাখারভনা: যেমন?

মেয়েটি: ছেলেরা মেয়েদের যা বলে হামেশা। জানোই তো।

জাখারভনা: হায় কপাল! দেখো, তুমি যেন আবার... (থেমে গেল।) আমি হলে বাপের বিষয়ে ওর সঙ্গে বেশী কথা বলতাম না।

মেয়েটি: আমি বলব কেন?

জাখারভনা: ভালো কথা। ওর বুদ্ধি এখনো পাকেনি...

মেয়েটি (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে): ওর বয়স এখনো কাঁচা।

পাভেল (বাড়ির ভিতর থেকে): জাখারভনা!

জাখারভনা: যাই! পোড়া কপাল — ঝামেলার অন্ত নেই, খালি ঝামেলা আর ঝামেলা...

বুড়ো (জানলা থেকে): মারিনা!

মেয়েটি: কী?

বুড়ো: তুমি ওখানে?

মেয়েটি: হ্যাঁ।

বুড়ো (বারান্দায় বেরিয়ে এসে চারিদিকে দেখে নিয়ে): ছোঁড়াটার সঙ্গে কী কথা হল?

মেয়েটি: জিজ্ঞেস করল আমার নাম কী, বয়স কত, কোথা থেকে এসেছি। শোনো...

বুড়ো: শুনছি।

মেয়েটি: এসব ছেড়ে দাও।

বুড়ো (সতর্ক হয়ে): ছেড়ে দেব? কেন?

মেয়েটি: যত পার টাকা নিয়ে ছিড়ে দাও। ছেড়ে না দিলে গণ্ডগোলে পড়ব আমরা।

বুড়ো (একটু থেমে): তাহলে ওদের জন্য দুঃখু হচ্ছে তোমার?

মেয়েটি: তাও হচ্ছে। ওরা সাতে নেই পাঁচে নেই, শান্তিতে থাকতে চায়, থাকে ভালো মানুষের মত। কিছুর অভাব নেই, গরুঘোড়া, হাঁসমুরগী — সব আছে... শুয়োরও আছে...

বুড়ো (নির্বিকারভাবে): বেকুব!

মেয়েটি (একটু থেমে): শোনো...

বুড়ো: আবার কী?

মেয়েটি: তুমি যা খুসি ওদের দিয়ে করাতে পারো। কর্তার ছেলে যাতে আমাকে বিয়ে করে তাই করো। ওর সঙ্গে আমি থাকব, আমাদের সঙ্গে তুমি থেকো। তোমার সঙ্গে ভালো ব্যাভার করব...

বুড়ো: বেকুব!

মেয়েটি: এছাড়া আর কিছু বলার নেই বুঝি? খালি বেকুব, বেকুব করছ! সাবধান, নিজে বেকুব বনে যেও না আবার! চায়ে কিছু বিষ মিশিয়ে দেবে, ব্যস, খেল খতম!

বুড়ো (তাড়াতাড়ি): তাই ভাবছে নাকি ওরা?

মেয়েটি: আমি এমনি বললাম, কথার কথা। ওরা কী করবে ভাবছে আমি কি জানি? কিন্তু লোককে সরানো এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

বুড়ো (ঘোঁৎ করে উঠে): ও ছাড়া আমাকে নিয়ে আর কিছু করার নেই ওদের। আমার সঙ্গে কী দিয়ে লড়বে, কিস্সু নেই ওদের। শেকলটা আমার হাতে, ওরা হল শেকলের ওদিকে। শেকলটা খাপে খাপে গিয়েছে, একটা পাপ থেকে অন্য পাপ যেমন।

মেয়েটি: এ সব ছেড়ে দাও। হাজার খানেক রুবল নাও — ইচ্ছে হলে দশ হাজার নাও। নেবে না কেন? শোনো...

বুড়ো (ফুর্তিতে): তাহলে আমাকে সরাতে চায় ওরা? বটে!

মেয়েটি: আমি তাই বলেছি না কি? কখখনো বলিনি।

বুড়ো: বলার দরকার কী। এ সব হল ওই পটের বিবিটার কাণ্ড! কেউটে একেবারে! ফন্দী করেছে খাসা! (কঠোরভাবে) দেখো, হুঁশিয়ার থাকতে ভুলো না যেন! সব কথা কান পেতে শুনো, ওরা পলক ফেললে নজর যেন না এড়ায়!

মেয়েটি: আমাদের বিপদে ফেলবে ওরা। ওরা দলে ভারী। বুড়ীটা জানে ওদের মতলব। বুড়ীটা বেজায় সেয়ানা।

বুড়ো: চুপ, কে যেন আসছে। এদিকে এস। (বাড়ির পিছনে নিয়ে গেল মেয়েটিকে। বারান্দায় এল চিন্তিত খারিতনভ ও বিচলিত জাখারভনা।)

খারিতনভ: এখানেও নেই দেখছি। কোথায় লুকোল বাউণ্ডুলেটা!

জাখারভনা: গালাগালি করবেন না ওকে। ভগবানের দয়া হলে বুড়োটা সিধে হয়ে যাবে।

খারিতনভ: সিধে হয়ে যাবে?

জাখারভনা: হ্যাঁ, বুড়োটা...

খারিতনভ: বুড়োটা? ওর সিধে হওয়াটা কার দরকার?

জাখারভনা: সবাই সেটা চায়।

খারিতনভ: শোনো, শোনো! আমি তো সেটা চাই না। ও গোল্লায় যাক!

জাখারভনা: কেন চান না? একটা বদলোক ঘুরছে...

খারিতনভ: শোনো বুড়ী, কী ব্যাপার বলো তো?

জাখারভনা: কী করে জানব?

খারিতনভ: মিথ্যে কথা বলছ।

জাখারভনা: আমাকে ওটা কেন বলছ, ইয়াকিম লুকিচ? আমি বুড়ো লোক, বুদ্ধিসুদ্ধি নেই।

খারিতনভ: বয়স যত হচ্ছে মিথ্যে কথা বলাটা তত বাড়ছে।

জাখারভনা: আপনি তো পুরুষমানুষ, আপনার উচিত ইভান ভাসিলিয়েভিচের সঙ্গে মন খুলে কথা বলা।

খারিতনভ: কী হয়েছে বলো দেখি! এখ্খুনি!

বাড়ির পিছন থেকে এল মাস্তাকভ ও সফিয়া মারকভনা। বাইরে যাবার পোশাক সফিয়া মারকভনার গায়ে।

খারিতনভ: এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছেন?

সফিয়া মারকভনা: বাড়ি যাচ্ছি। ইভান ভাসিলিয়েভিচ এগিয়ে দিতে চলেছেন।

মাস্তাকভ: গাড়ি পর্যন্ত। পালাচ্ছি না।

খারিতনভ (মৃদুকণ্ঠে): শোনো, ভায়া...

মাস্তাকভ: কী?

সফিয়া মারকভনা: চলুন। নমস্কার, ইয়াকিম লুকিচ।

খারিতনভ (পথ আটকে): এক মিনিট, সফিয়া মারকভনা। আপনি তো

জানেন, ইভান ভাসিলিয়েভিচের কাছে আমি অনেক কিছু পেয়েছি, ওর কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কী হয়েছে আমাকে বলুন। বুঝতে পারছি...

মাস্তাকভ (অল্প হেসে, বিরস গলায়): কী হয়েছে শোনো, ইয়াকিম...

সফিয়া মারকভনা (অস্বস্তির সঙ্গে): পরে বললেও চলবে।

মাস্তাকভ: কীসের পরে? যৌবনে আমি...

সফিয়া মারকভনা: একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

মাস্তাকভ: ধরা পড়েছিলাম পুলিসের কাছে, নির্বাসন দণ্ড হল, আমি পালিয়ে আসি।

খারিতনভ (হতভম্ব হয়ে): তুমি! ঠাট্টা করছ নিশ্চয়। (সফিয়া মারকভনাকে) ও ঠাট্টা করছে, তাই না?

মাস্তাকভ: আমার আসল নাম গুসেভ... মিত্রি গুসেভ।

খারিতনভ: বিশ্বাস করি না তোমায়। কী ভয়ংকর কথা! অসম্ভব!

মাস্তাকভ: বুড়োটা তখন আমাকে চিনত।

খারিতনভ: ব্যাপারটা তাহলে এই! অনেক টাকা চাইছে বুঝি?

মাস্তাকভ: কিছু চাইছে না। ও পুলিসের হাতে আমাকে দিতে চায়।

খারিতনভ: না! ফুঃ!

সফিয়া মারকভনা: ইয়াকিম লুকিচ, কথাটা কাউকে বলবেন না, দোহাই আপনার।

খারিতনভ (অভিভূত হয়ে): হে ভগবান! আপনি কি ভাবেন আমার কোন বুদ্ধি নেই?

সফিয়া মারকভনা: আমার সঙ্গে বন্ধুবিচ্ছেদ হয় চান না তো, চান কি?

খারিতনভ: সফিয়া মারকভনা...

সফিয়া মারকভনা (অর্থব্যঞ্জকভাবে): তাহলে ধরে নিতে পারি আপনি চুপচাপ থাকবেন? ওঁকে যেন মাপ করা হয় তার তদ্বির কাল করব।

মাস্তকভ: তদ্বির করার কোন মানে নেই।

খারিতনভ: ঝামেলার মত ঝামেলা বটে!

মাস্তাকভ: সত্যি করে বলো তো ইয়াকিম — আমাকে মাপ করা সম্ভব বলে তোমার মনে হয়?

খারিতনভ: আমি... আমি কী করে বলতে...

মাস্তাকভ: আমি নির্দোষ বিশ্বাস করো?

খারিতনভ: মাপ করার অধিকার যদি আমার থাকত... কিন্তু জানি না... মাথায় কিছু ঢুকছে না। আর আমার কথা তো আসলে হচ্ছে না। যাদের স্থির করার কথা তারা স্থির করবে, খবরের কাগজগুলো... জানোই তো... একজনকে মাপ করলে আর সবাই মাপ চেয়ে চেঁচাতে সুরু করবে। কথা হল সেটা!

সফিয়া মারকভনা: যথেষ্ট হয়েছে, ইয়াকিম লুকিচ। (মাস্তাকভকে) চলুন।

মাস্তাকভ: আসছি।

খারিতনভ: চটবেন না, সফিয়া মারকভনা। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার কোন হাত নেই এতে। ব্যাপারটা শুধু স্পষ্ট করে দেখতে চেয়েছিলাম। ওরা সবাই মাপ চেয়ে চেঁচাতে সুরু করবে। কাণ্ডটা খাসা হবে তাহলে? আমাকে নিয়ে সহরে যাবেন?

মাস্তাকভ: কিন্তু তুমি বললে এখানে রাত কাটাবে?

খারিতনভ: ও তাই তো। ইয়াকভটা কোথায় গেল? ইয়াকভ! (তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গেল।)

সফিয়া মারকভনা: ওকে বলতে গেলেন কেন? কেন বললেন? আপনাকে মানা করলাম এত করে।

মাস্তাকভ: আমার সন্দেহটা পাকা করতে চেয়েছিলাম। কী ভাবে জিনিসটা নিল দেখলেন তো? ওকে আবার আমার বন্ধু বলে লোকে জানে। দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছে। তবু তো বলিনি যে আমি খুনের দায়ে পড়েছিলাম।

সফিয়া মারকভনা: লোকটা একেবারে অপদার্থ। ও যদি... না ও আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

মাস্তাকভ: আপনার কাছে ওর হ্যাণ্ডনোটগুলো আছে বলে? ইচ্ছে করলে ক্ষতি করতে পারে। পুরোনো বন্ধু ভীষণ শত্রু হতে পারে।

সফিয়া মারকভনা: ও নিয়ে আলোচনা এখন থাক। কাল সকালে সহরে আসবেন, সরকারী উকিলকে একটা দরখাস্ত করব।

মাস্তাকভ: উকিল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আপনার দিকে তাকাতে লজ্জা করছে।

সফিয়া মারকভনা: কী যে বলেন! মনে রাখবেন আপনাকে ভালোবাসি, সত্যি ভালোবাসি, আপনার জন্য প্রাণপণে লড়ব। (নিঃশব্দে ওর হাতে চুম্বন করল মাস্তাকভ।) আমার টাকাকড়ি, আমার প্রতিপত্তি সব আপনার, আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল — আমার হৃদয় আপনার। আপনার সর্বনাশ করতে বুড়োটাকে দেব না। নিজেকে ও ভাবে প্রতিশোধের প্রতিমূর্তি — দুঃখভোগ করেছে কিনা! দুঃখভোগে আমার দারুণ ঘেন্না। ন্যায় বলে কিছু নেই তাতে, একেবারে নেই! কিন্তু স্থির হোন আপনি, আমাতে বিশ্বাস হারাবেন না। আপনার সর্বনাশ করতে ওকে দেব না, শুনছেন?

মাস্তাকভ: পৃথিবীতে আপনি আমার সবচেয়ে আপন লোক, অথচ আপনাকে ঠকিয়েছি।

সফিয়া মারকভনা (অধৈর্যভাবে): থাক, মানুষের স্বভাবে আপনার আরো আস্থা থাকা দরকার।

মাস্তাকভ: সেটা আপনার চেয়ে ভালো করে জানি।

সফিয়া মারকভনা: আপনি লোকজনকে যা ভাবেন তার চেয়ে ভালো তারা।

মাস্তাকভ: ওরা নিজেদের দুঃখকষ্টের মাপকাঠিতে সবকিছু দেখে, অন্যদের দুঃখকষ্টে সাড়া দেয় না। সারা জীবন নিজেদের অভিযোগ পুষে রাখে, এমন লোকের সন্ধানে থাকে যার ওপর শোধ তোলা যায়। না, আমার কোন আশা নেই। ভেবেচিন্তে বলছি... কোন আশা নেই আমার।

সফিয়া মারকভনা: দেখি আপনার হাতটা। সবকিছু ভালোয় ভালোয় হয়ে যাক! আমরা জিতবই!

মাস্তাকভ: সফিয়া মারকভনা... একবার চুমু খেতে দিন, ভগবানের দোহাই।

সফিয়া মারকভনা: বাজে কথা! ভগবানের দোহাই কেন?

মাস্তাকভ: হে ভগবান... কত না ভালোবাসতাম আপনাকে... কী ভাবে না বাঁচতাম আমরা...

মাস্তাকভ গভীর আবেগে চুম্বন করল ওকে। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে খারিতনভ ও ইয়াকভ। ভীত দেখাচ্ছে ইয়াকভকে।

সফিয়া মারকভনা: এবার আমার না গেলে চলবে না। নিজেকে সামলে রাখবেন, শুনছেন? কাল আবার দেখা হবে। জাখারভনার বিষয়ে যা বলেছি ভুলবেন না, চোখের আড়াল করবেন না ওকে। ও বিদঘুটে মানুষ। চলুন গাড়িতে তুলে দিন। জানি আপনার পক্ষে ব্যাপারটা কত কঠিন, তবু নিজেকে ভালো করে রক্ষা করতে হবেই আপনাকে। মনে রাখবেন, সুখী হবো আমরা। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সেটা নির্ভর করছে আমার ওপর। হলপ করে বলছি — আমার ওপর নির্ভর করে। আমাকে ভালোবাসেন — বাসেন না? বলুন, আমাকে ভালোবাসেন।

মাস্তাকভ: প্রাণের চেয়ে বেশী...

সফিয়া মারকভনা: বুড়োর আর কিছু নেই। আক্রোশে বিষিয়ে গেছে, ও রোগ চিকিৎসার বাইরে। শুধু দুঃখ পেতে পারে, তাছাড়া করার কিছু নেই। দুঃখ পাওয়াটা হল ওর পেশা, সেটাকে সূক্ষ্ম শিল্পের স্তরে নিয়ে গিয়েছে। বুড়োর মত লোক অনেক আছে। তারা দুঃখ পেয়ে আনন্দ পায়, কেননা তাহলে শোধ তোলার, অন্যদের সর্বনাশ করার অধিকার ওদের হাতে আসে। যারা দুঃখী তাদের মত অহমিকা আর কারো হয় না।

মাস্তাকভ: তাই কি? জানি না। এই ধরুন আমি। আমি দুঃখী। কিন্তু তাই বলে কি আমার অহমিকা হয়েছে? তা হতে পারে না। যাক গে ও কথা এখন থাক। আসি তাহলে। আপনাকে জেনে যা সুখ পেয়েছিলাম বলার নয়।

সফিয়া মারকভনা: পেয়েছিলেন? পেয়েছিলেন কেন? সত্যি কি আপনি...

দুজনে বেরিয়ে গেল। পা টিপে টিপে সিঁড়ি থেকে নেমে এল খারিতনভ ও ইয়াকভ।

ইয়াকভ: তাহলে পাভেল এখানকার কর্তা হবে?

খারিতনভ: ঘোড়া একটা জোগাড় কর গিয়ে। আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

ইয়াকভ: তানিয়ার বিষয়ে পাভেলের সঙ্গে হয়ত আমার আরো তাড়াতাড়ি বোঝাপড়া হবে।

খারিতনভ (ভাবতে ভাবতে): তা হবে হয়ত। বাড়ির লোকের এমন একটা

কেলেঙ্কারি, আরো বেশী বরপণ মেলা উচিত তোমার। এরকম সৃষ্টিছাড়া কথা কস্মিনকালে শুনেছ? ছো, ছো! এর থেকে হয়ত আমারো কিছু মিলবে। দাঁড়িয়ে আছ কেন? একটা ঘোড়া জোগাড় করো।

সিগারেট খেতে খেতে পায়চারি করতে লাগল খারিতনভ, আপন মনে বিড়বিড় করছে। রান্নাঘরের জানলার কাছে এসে বাইরে তাকাল পাভেল।

পাভেল: ইয়াকিম লুকিচ।

খারিতনভ (মৃদুকণ্ঠে): কী?

পাভেল: বুড়োটাকে ওখানে দেখেছ না কি?

খারিতনভ: না।

পাভেল: বাড়িতেও নেই। কী হল লোকটার?

খারিতনভ: স্বয়ং শয়তান এসে নিয়ে গেছে বোধ হয়। একবার এদিকে এসো তো।

পাভেল (বারান্দায় বেরিয়ে এসে): সফিয়া মারকভনা চলে গিয়েছেন?

খারিতনভ: শোনো পাভেল... ইয়ে... কথাটা এই সৎবাপকে হুকুম দেবার অধিকার সৎছেলের নেই, আসল বাপকেও... সবরকমভাবে বলা যায় না অবশ্য... কিন্তু টাকার ব্যাপারে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন, কিছুই এসে যায় না। জিনিসটা অনেকটা খেলার মত, আসল কথা হল জেতা। তোমাদের পরিবারে... ইয়ে... একটা গড়বড় হয়েছে লক্ষ্য করেছ?

পাভেল (সতর্ক হয়ে): কী?

খারিতনভ: একটা কিছুর... ইয়ে... আভাস পাচ্ছো না?

পাভেল (সন্দিগ্ধভাবে): তার মানে?

খারিতনভ: এই ধরো বুড়োটা, মুসাফির বুড়োটার কথা।

পাভেল: তাকে নিয়ে কী হল?

খারিতনভ: এই বলছি যে তোমাকে তো অনেকদিন চিনি, বলতে গেলে তোমার জন্ম থেকে ইয়ে... এই আর কি। তার মানে আমার কাছে তোমার অনেক দাম। তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে রাত্রে ঘুম হয় না।

পাভেল (অল্প হেসে): এই প্রথম শুনলাম কথাটা।

খারিতনভ: তাই না কি? যা হোক, শুভস্য শীঘ্রম, দেরী বলে কিছু

নেই। তোমার চেয়ে আমার বয়স এক কুড়ি পাঁচ বছর বেশী, অনেক বিষয়ে আমার কাছে হাতেখড়ি নিতে পার।

পাভেল: শুনে পুলকিত হলাম।

খারিতনভ: হেসো না বাপু, হাসার সময় এখনো হয়নি। তোমাকে এমন একটা জিনিস বলতে পারি যেটা শুনলে গায়ে কাঁটা দেবে।

পাভেল: সংবাপের সম্বন্ধে?

খারিতনভ: দেখো, আমরা একই পথের পথিক, দল বেঁধে থাকা আমাদের কর্তব্য, নয় কি?

পাভেল: তাই তো মনে হচ্ছে।

খারিতনভ (কান পেতে শুনে): দাঁড়াও। তানিয়া আসছে। ওর এ বিষয়ে না জানলেও চলবে। বাগানে চলো — সেখানে কথাবার্তা হবে।

রান্নাঘর থেকে এল তানিয়া ও জাখারভনা। তাড়াতাড়ি যেতে যেতে মুখ ঘুরিয়ে ওদের দেখল খারিতনভ।

খারিতনভ: বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছে... ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কাল ভোরে সহরে কাজ আছে। (অদৃশ্য হয়ে গেল।)

জাখারভনা: কোথায় যাচ্ছ? শুয়ে পড়া উচিত তোমার।

তানিয়া: শোবার নামগন্ধ তো নেই কারো। আচ্ছা, দাইমা, কী হয়েছে আমাকে বলো তো?

জাখারভনা: কিছু হয়েছে বলে তো আমার জানা নেই।

তানিয়া: কথাটা সত্যি নয়।

জাখারভনা: চাঁদিনী রাত বলে ঘুমোতে চাইছে না কেউ।

তানিয়া: কথাটা সত্যি নয়।

জাখারভনা: সত্যি নয় কেন? দেখতেই পাচ্ছ কেউ ঘুমোচ্ছে না। তুমি নিজেও তো জেগে আছো।

তানিয়া: নিজেকে খুব সেয়ানা ভাবো, তাই না?

বাগানের অন্যদিকে বন্দুকের শব্দ।

তানিয়া: ওটা আবার কী? শুনতে পেলে? জানতাম এমনটা হবে।

জাখারভনা (বিরক্ত হয়ে): কী জানতে? চোরদের ভয় দেখাচ্ছে স্তেপানিচ, আর তুমি...

তানিয়া: চোর? তাহলে পাভেলের মনে এত ফূর্তি কেন? ওর ফূর্তি হওয়া মানে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাড়ির পিছন থেকে হুড়মুড় করে এল বুড়ো।

বুড়ো: বন্দুক কে ছুঁড়ল?

জাখারভনা: চৌকিদার।

বুড়ো: গুলি ছোঁড়া বেআইনী।

জাখারভনা: এখানে নয়, এটা সহর নয়।

তানিয়া (কঠোরভাবে, কিন্তু উৎকণ্ঠার সুরে): কে বন্দুক ছুঁড়ল না ছুঁড়ল তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই।

বুড়ো: আমি এখানে কেন এসেছি তুমি জান না মেয়ে। যেদিন জানবে সেদিন বড়ো দুঃখ পাবে।

জাখারভনা (তাড়াতাড়ি, স্তোক দেবার মত করে): নতুন বাড়িটায় কয়েকটা ভবঘুরে রাত কাটাচ্ছে কিনা। যাতে ওরা পেয়ে না বসে সে জন্য স্তেপানিচ বন্দুক ছুঁড়েছে।

তানিয়া: কী সাহসে তুমি এমন কথা বলো, বুড়ো?

স্তেপানিচ (রুদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়ে এসে): জাখারভনা! শীর্গগির! ইভান ভাসিলিয়েভিচ নিজেকে গুলি করেছেন!

তানিয়া (চীৎকার করে উঠে): বলেছিলাম তোমাকে! (দৌড়ে বাড়িতে গেল।)

জাখারভনা (পিছু পিছু দৌড়িয়ে): দাঁড়াও! হে ভগবান!

স্তেপানিচ: জল, জাখারভনা! আর তোয়ালে!

বুড়ো (উঠোনে এদিক-ওদিক ছুটে): মারিনা! কোথায় গেলে, মারিনা!

পাভেল (বাগান থেকে ছুটে এসে): জলদি, দাইমা! স্তেপানিচ, এক্ষুণি সহরে যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো!

বুড়ো (রান্নাঘরে দৌড়িয়ে গিয়ে): মারিনা!

খারিতনভ (বাগান থেকে): ব্যাপারটা ঘটল কী করে?

স্তেপানিচ: আচমকা। উনি আমার বন্দুকটা নিলেন, দেখে বললেন... "এটা পরিষ্কার করা হয় না কেন? একেবারে মরচে পড়ে গেছে যে।" বলে ঘুরে দাঁড়ালেন আর ওঁর হাতে বন্দুকটা ছুটল, গুলিটা লাগল একেবারে মুখে।

খারিতনভ: মুখে? উঃ!

স্তেপানিচ: নিজের মাথাটা বিলকুল উড়িয়ে দিয়েছেন।

পাভেল: গাড়ি জোতো...

স্তেপানিচ (অবসন্নভাবে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ে): আর কী হবে? ডাক্তারের কিছু করার নেই।

খারিতনভ: চলো পাভেল! ইয়াকভ কোথায়?

পাভেল: আমার ভয় করছে। স্তেপানিচ, তুমি সঙ্গে চলো...

স্তেপানিচ: কোথায় যাব? কেন? তাহলে কর্তা গেলেন এভাবে! মরদের মতন মরদ ছিলেন বটে!

পাভেল: বন্দুকটার জন্য তোমাকে মজাটা টের পাইয়ে দেবে ওরা...

স্তেপানিচ: দিক গে। কিছু যায় আসে না আমার।

ওরা বেরিয়ে গেল। ঝোলা আর লাঠি হাতে রান্নাঘর থেকে দৌড়িয়ে বেরিয়ে এল বুড়ো। মেয়েটিও ঝোলা হাতে এল তার পিছু পিছু।

বুড়ো (চাপা গলায়): বেটা ছুঁচো!

মেয়েটি: তোমাকে বলিনি?

বুড়ো (হাত কাঁপছে): ঝোলাটা ধরো তো একটু! বেটা ম্লেচ্ছ!

মেয়েটি: আমাদের কী হবে?

বুড়ো: এখান থেকে সরে পড়তে হবে। নইলে নাজেহাল হয়ে মরব। সহরে যেতে হবে, সেখানে আমাদের পাত্তা পাবে না ওরা। জলদি! কিছু বাগাওনি?

মেয়েটি: কী আর বাগাব? তোমাকে বলেছিলাম তো ওরা আমাদের বিপদে ফেলবে।

বুড়ো: চুপ করো। বেটা ভয় পেয়ে গেল কাপুরুষের মত। হাল ছেড়ে দিল।

মেয়েটি: কাজটা তোমার হাঁসিল করা উচিত ছিল অন্যভাবে।

বুড়ো: চুপ করো বলছি!

তোয়ালে ও জলের বালতি হাতে জাখারভনা ও তানিয়ার প্রবেশ।

জাখারভনা (চেঁচিয়ে): কী হে, বুড়ো শয়তান, প্রাণে শান্তি এসেছে এবার?

তানিয়া: ওকে আটকে রাখা উচিত!

জাখারভনা: কী হবে? কে চায় ওকে?

দুজনে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

মেয়েটি (কাঁদো কাঁদো হয়ে): তাড়াতাড়ি গেলে হয় না? এ সব করে কী লাভটা হল? তোমার উচিত ছিল অন্যভাবে...

বুড়ো: চলো, মারিনা, চলো।

মেয়েটি: সব মিছিমিছি। দগ্ধে দগ্ধে ওর প্রাণটা নিলে, হ্যাঁ তাই... দগ্ধে দগ্ধে ওকে মেরে ফেললে।

বুড়ো: কেন যে এমনটা হয়ে গেল ভগবান জানেন। (বুকে ক্রুশ চিহ্ন করে বাগানে গেল।) গলে বেরিয়ে যাবার মত বেড়ায় একটা ফাঁক আছে।

মেয়েটি: ওরা পিছু নেবে...

বুড়ো: আমাদের কথা ভাববার সময় কিছুক্ষণ ওরা পাবে না। ম্লেচ্ছটা সত্যি তাহলে ভগবানের সাজা মাথা পেতে নিল, তাই না? (বাড়ির দিকে লাঠি নাড়িয়ে) তোমাদের মতন বাবুলোক, তোমাদের মত নর্দমার পোকা দিয়ে ভগবান দুনিয়াটা ভরিয়ে রেখেছেন, কিন্তু আমার হাতে ঝেঁটিয়ে তোমাদের বিদেয় করবেন তিনি, জঞ্জাল সব সাফ করবেন তিনি!

মেয়েটি (বুড়োকে ঠেলা দিয়ে): জলদি! সাধুপুরুষ এসেছেন! আমাকে ধাপ্পা দেওয়া!

বুড়ো: সবুর করো দেখি... একটু সবুর করো...

মেয়েটি: ভগবানের কথা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজের চরকায় তেল দিলে ভালো হয় না, বেল্লিক বুড়ো কোথাকার!

বুড়ো: মারিনা...

মেয়েটি: আমাকে ধাপ্পা দেওয়া! বলা হল কিনা "এখান থেকে অনেক মাল বাগিয়ে নিয়ে যাব!" মালটা কোথায় গেল শুনি?...

বুড়ো (সক্রোধে) চুপ কর্ মাগী!

মেয়েটি: কাকে গলাবাজী করা হচ্ছে? ভয়ে আমি মরে যাচ্ছি!

বুড়ো: খবরদার বলছি!

মেয়েটি: তোমার সঙ্গে এখন থাকব কীসের জন্য? কেটে পড় দেখি, বেল্লিক বুড়ো কোথাকার! উঃ, কী বোকা আমি! ভালো লোকগুলোর কথা শুনলাম না কেন? উঃ, কী বোকা আমি!

বুড়ো (আপন মনে বিড়বিড় করে): ভগবান, হে ভগবান!

যবনিকা

১৯১৫

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union.

М. ГОРЬКИЙ

СТАРИК

пьеса

На языке бенгали

Перевод сделан по книге М. Горький
Собрание сочинений в 30 тт., т. 12

Редактор *Б. Полянский*
Издательский редактор *Н. Жукова*
Корректор *Т. Шестакова*
Художественный редактор *С. Барабаш*
Технический редактор *Т. Пискарева*

Подписано к печати 23/V-1962 г. Формат 84×108 1/32.
Бум. л. 1 5/16. Печ. л. 4,30. Уч.-изд. л. 5,26.
Заказ № 342. Цена 40 коп.
Тираж 6000 экз.

Московская типография № 3 Мосгорсовнархоза.

নাট্যকার হিসেবে গোর্কির খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তাঁর নাটক জগতের বহু রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ভারতীয় পাঠকরা গোর্কির 'নিচের তলা'র সঙ্গে পরিচিত, নাটকটি ভারতে মঞ্চস্থ হয়েছে। 'বুড়ো' (১৯১৫) নাটকটি — ভারতীয় ভাষায় এই প্রথম অনূদিত হল। এটি গোর্কির সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক নাটকগুলির একটি — মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা সংঘাতের এই নাটকে নিহিত রয়েছে গভীর দার্শনিকতা। তার নায়ক — বিনাপরাধে উৎপীড়িত এক বন্দী। নাটকটি রচনার ইতিহাস হল এই: ১৯১৪ সালে মস্কো আর্ট থিয়েটারে মহান রুশ লেখক দস্তয়েভ্স্কির 'কারামাজভ ভাইয়েরা' আর 'শয়তান'এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়। দস্তয়েভস্কির নাটকদুটির জবাবেই গোর্কি তাঁর 'বুড়ো' লেখেন।